জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

শ্রমিকদের পাশে

শ্রমিকদের পাশে রাজ্য। পুরনো বাড়িকে হলিডে হোমে পরিণত করা হল দার্জিলিংয়ে। দিঘা, বকখালির পর পাহাড়েও শ্রমিক-পর্যটকরা মাত্র ৫০০ টাকার বিনিময়ে থাকার সুযোগ পাবেন

পড়ুয়াদের ঋণ

স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের মাধ্যমে চলতি মাসে ২৫ হাজার পড়ুয়াকে ঋণ দেওয়ার নির্দেশ নবান্নের। ৩১ জানুয়ারির মধ্যে ঋণ দেওয়া শেষ করতে হবে

ভরদুপুরে বহরমপুরে শ্যুটআউট দুষ্কৃতীদের হাতে খুন তৃণমূল নেতা

বাংলাদেশে ভোট পড়ল ৪০% গণনা শুরু, আজই ফলাফল

বর্ষ - ১৯, সংখ্যা ২৩৭ ● ৮ জানুয়ারি, ২০২৪ ● ২২ পৌষ ১৪৩০ ● সোমবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 19, Issue - 237 ● JAGO BANGLA ● MONDAY ● 8 JANUARY, 2024 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

মুখ্যমন্ত্রী আজ যাচ্ছেন গঙ্গাসাগরে

প্রতিবেদন : গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আজ, সোমবার পরিদর্শনে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গঙ্গাসাগরে পা দেওয়ার আগে প্রশাসনিক নিরাপত্তা নিয়ে একাধিক বৈঠক করা হয়। রাজ্যের ৩ মন্ত্রী শনিবার গঙ্গাসাগরের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখে এসেছেন। তারপর আজ যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। বেলা একটা নাগাদ তিনি হেলিকপ্টারে গঙ্গাসাগরে নামবেন। রবিবার সেই হেলিপ্যাড গ্রাউন্ড পরিদর্শন করেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা।

সঙ্গে ছিলেন প্রশাসনের আধিকারিকরাও। মুখ্যমন্ত্রী গঙ্গাসাগর প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখার পর কপিলমুনি মন্দিরে পুজো দেবেন। পাশাপাশি সুন্দরবন এলাকার বেশ কিছু সেতু উদ্বোধন করবেন। গঙ্গাসাগরে জল মিশন উদ্বোধনেও থাকার কথা রয়েছে তাঁর। গঙ্গাসাগরে রাত্রি যাপন করে মঙ্গলবার সকাল ন'টায় বেরিয়ে যাবেন জয়নগরের উদ্দেশে। এখানে বহড়ু স্কুলের পার্শ্বস্থ ময়দানে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করার কথা রয়েছে তাঁর। গঙ্গাসাগরে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী, তাই লট নম্বর এইট থেকে কচুবেড়িয়া-সহ গঙ্গাসাগরের মেন রাস্তায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

দেশের সেরা ডায়মন্ড হারবার মডেল ■ লড়াই এবার ১০০ দিনের

■ রবিবার। ডায়মন্ড হারবার লোকসভার পৈলান। বয়স্কদের হাতে বার্ধক্যভাতা তুলে দেওয়ার পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আশীর্বাদ।

কথা রাখলেন সাংসদ ■ বার্ধক্যভাতা ৭৬,১২০ জনকে

বিজেপি মিথ্যাচার করে, তৃণমূল প্রতিশ্রুতি পূরণ করে : অভিষেক

প্রতিবেদন : বিজেপি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়, আর তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূরণ করে। এখানেই তৃণমূল কংগ্রেস অন্য দলের চেয়ে আলাদা। ডায়মন্ড হারবারে বয়স্কদের হাতে বার্ধক্যভাতা তুলে দিয়ে বিজেপিকে তোপ দাগলেন এলাকার সাংসদ এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের নির্বাচনী এলাকায় প্রতিশ্রুতি পালনের খতিয়ান দিয়ে অভিষেকের চ্যালেঞ্জ, প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকাতেও এভাবে কাজ হয়নি, প্রতিশ্রুতি পালন করা হয়নি। তাঁর সংসদীয় এলাকা দেশের মধ্যে সেরা, যাকে তিনি ডায়মন্ড হারবার মডেল বলছেন।

ডায়মন্ড হারবার সংসদীয় এলাকায় ৭৬ হাজার ১২০ জন প্রবীণের হাতে বার্ধক্যভাতার টাকা দেওয়ার কাজ শুরু করে দিলেন। রবিবার পৈলানের দৌলতপুর যুব সংঘের মাঠের মঞ্চ থেকে নিজে ১০০ জনের হাতে চেক তুলে দিলেন। আগামী ৯ তারিখের মধ্যে বাকিদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে যাবে। সকলে টাকা পেলেন কি না তা খতিয়ে দেখবে ১৬ হাজার ৩৮০ জনের একটি ভলান্টিয়ারের দল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তাঁর অফিস থেকে প্রত্যেককে ফোন করে জানা হবে টাকা পেয়েছেন কি না। কোনও সমস্যায় টাকা না পেলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সেই সমস্যা মিটিয়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছনো হবে। এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একদিকে যেমন বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখার কথা বলেছেন, একই সঙ্গে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ হয়ে গত ১০ বছরে যেভাবে মানুষের পাশে থেকেছেন— জল, কল, রাস্তার ব্যবস্থা করা, কোভিডের সময় ২১টি কমিউনিটি কিচেন চালানো, এছাড়াও ডায়মন্ড হারবারের প্রতিটি বিধানসভা, প্রতিটি ব্লকে যেভাবে পরিষেবা পৌঁছে দিয়েছেন, একডাকে অভিষেকের মাধ্যমে মানুষের সমস্যার সুরাহা করেছেন, তাতে তিনি মনে করেন, ২০২৪-এর নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবারবাসী তাঁর পাশে থাকবেন। অভিষেকের কথায়, বিজেপির এখানে ভোট চাওয়ার কোনও অধিকার নেই। আমরা শুধু প্রতিশ্রুতি দিইনি, কাজ করে দেখিয়েছি। বিজেপির ১৫ লাখের ভাঁওতাবাজি আর ২ কোটি বেকারের চাকরির মতো মিথ্যাকথা বলিনি। তাঁর সংযোজন, আজ যেটা দেখলেন একে বলে ন্যায়। (এরপর ৭ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

আকাশযান

হেলি হিলি
কূট কচালি
আকাশ দিয়ে রাস্তা চলি
গঙ্গা-ধুলিয়ান-মহানন্দা
জল জননী মাতা ও কন্যা
শুধুই সবুজ ধরণী
জমি-শস্য-তরণী।
সবই চেনা চেনা গ্রাম,
তালগাছ বটগাছে ভরা
মেঘ আসলেই ছন্দে বাধা
আকাশযানে কাঁপে ধরা।
হেলতে হেলতে আবার মুক্ত
দুরদুরান্ত পেরিয়ে
এভাবেই সারা পৃথিবী
চলেছে আকাশকে কাঁপিয়ে দাপিয়ে
কোথায় শুরু কোথায় শেষ
কোনওটাই তাই জানা নেই
আকাশ-মাটি-নদী-বাতাস
সবটাই যায় হারিয়ে—ভাবিয়ে।।

আগে ক্ষমা চান

■ ৩৪ বছরে বামেরা রাজনৈতিক খুন, ধর্ষণ করেছে। কলকারখানা বন্ধ করেছে। যুব সমাজের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করেছে। আজ তারা ইনসাফ চায় কোন মুখে? আগে তারা ক্ষমা চাক। রবিবার এভাবে বামেদের আক্রমণ করলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা। (বিস্তারিত ভিতরে)

অপদার্থ সিবিআই

বিচার পায়নি নেতাই

প্রতিবেদন : নেতাই গণহত্যার পর কেটে গিয়েছে ১৩ বছর। ২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি পশ্চিম মেদিনীপুরের লালগড় থানার নেতাইয়ে সিপিএম কর্মীদের গুলিতে ৯ জন গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়েছিল। আহত হয়েছিলেন অনেকেই। সিবিআই তদন্ত শুরু হলেও বিচার পায়নি শহিদ পরিবার। আজও বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদছে। (এরপর ১১ পাতায়)

■ নেতাইয়ে শহিদ স্মরণ। বক্তা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার।

শহিদদের খুনিরা এখন গদ্দারদের সঙ্গী

প্রতিবেদন : সেদিন যারা খুনের রাজত্ব কায়েম করেছিল, আজ তাদের নিয়েই ঘুরছে বাংলার গদ্দার। বাংলার মাটিতে তার স্থান নেই, তার স্থান নেই নন্দীগ্রামেও। নন্দীগ্রামে জমি আন্দোলনে কোনও অধিকার নেই সেই গদ্দারের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নিজেদের রক্ত দিয়ে জমি অধিকার রক্ষা লড়াইয়ের কথা লিখেছে নন্দীগ্রামের মানুষ। মা-মাটি-মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরেই ফের নন্দীগ্রামের মাটিতে গণতন্ত্রের বিপ্লব ঘটবে। (এরপর ১১ পাতায়)

■ ভোরের নন্দীগ্রাম। মোমবাতি মিছিলে শহিদ স্মরণ। রবিবার।

নানা রকম

তারিখ অভিধান

১৯০৯ আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। ঔপন্যাসিক ও কবি। আর মেয়ে না। মেয়ের স্বাদ মিটেছে। তাই আশাপূর্ণা! নামটি তাঁর ঠাকুমার দেওয়া। হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও সরলাসুন্দরীর ন'টি সন্তানের পঞ্চম এবং কন্যা হিসেবে তৃতীয় হওয়ায় ঠাকুমা অমনটাই চেয়েছিলেন। কালে কালে এই কন্যাই কিনা স্বয়ং রবি ঠাকুরের স্বীকৃতি আদায় করলেন— 'আশাপূর্ণা তুমি সম্পূর্ণা'! অবহেলা নিয়ে জন্ম। অক্ষর-পরিচয়ও সেই অবহেলা দিয়েই। বাড়ির পড়ুয়া ছেলেদের, দাদা আর ভাইয়ের উল্টোদিকে বসে তাদের পাঠ্যবইয়ের পড়া দেখতে দেখতে। মোট ২৪২টি উপন্যাস ও ৩ হাজারেরও বেশি ছোট গল্প লিখেছেন। তেরো বছর বয়সে তাঁর প্রথম অপ্রকাশিত কবিতা 'বাইরের ডাক'। প্রথমদিকে তিনি শিশুদের জন্য লেখা শুরু করেন। ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম শিশু সাহিত্য 'ছোট ঠাকুর্দার কাশী যাত্রা'। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য লেখা তাঁর প্রথম গল্প 'পত্নী ও প্রেয়সী' ও উপন্যাস 'প্রেম ও প্রয়োজন'। মেয়েদের অনধিকারের প্রশ্ন থেকেই তিনি লেখেন ট্রিলজি— 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুলকথা'। ১৯৭৬ সালে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন। বিশ্বভারতীর শ্রেষ্ঠ সম্মান 'দেশিকোত্তম' থেকে অজস্র সাম্মানিক ডক্টরেট আর সোনার মেডেল পেয়েছেন। এমন মানুষই বোধ হয়, নিজেকে অনায়াসে আখ্যা দিতে পারেন— 'আমি মা সরস্বতীর স্টেনোগ্রাফার।'

১৯২৬ কেলুচরণ মহাপাত্র (১৯২৬-২০০৪) এদিন ওড়িশার পুরী জেলার রঘুরাজপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ওড়িশি নৃত্যের কিংবদন্তি শিল্পী। ওড়িশা থেকে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে পদ্মবিভূষণ পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর নৃত্যে দেহের প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালন অলৌকিক ভঙ্গি ও অঙ্গবিন্যাসের পরম মাধুর্য সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে গুরু কেলুচরণ মহাপাত্র নৃত্যশৈলীর সাগর পার করেছিলেন।

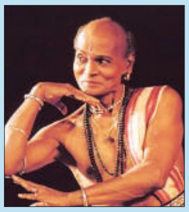

১৮৮৪ কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) এদিন প্রয়াত হন। উনিশ শতকের বাংলা নবজাগরণের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। ব্রাহ্ম নেতা ও ধর্মসংস্কারক। ১৮৮৩-তে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে শিমলা থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন। নিজ বাড়িতে 'নব দেবালয়' স্থাপনের উদ্যোগ নেন। ১৮৮৪-তে যখন বাড়ি তৈরি শেষ হল, তখন তিনি মৃত্যুশয্যায়। তাঁকে নিয়ে এসে বাড়িটি দেখানো হয়।

১৯৪২ স্টিফেন হকিংয়ের (১৯৪২-২০১৮) এদিন ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডে জন্ম হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম সেলিব্রিটি। মাত্র ২০ বছর বয়সে মোটর নিউরন নামে স্নায়ুর এক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হন হকিং। এর পর থেকে তাঁর পুরো জীবনই কেটেছে হুইলচেয়ারে। কাজের বেশির ভাগ অংশ জুড়েই ছিল আপেক্ষিকতাবাদ, কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং মহাবিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অজস্র ক্ষুদ্রকণা ও তাদের চরিত্র এবং অবশ্যই ব্ল্যাকহোল।

১৯৩৩ সুপ্রিয়া দেবী (১৯৩৩-২০১৮) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। এ-মাসেই ২৬ জানুয়ারি তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাংলা সিনেমায় মহানায়ক উত্তমকুমারকে ঘিরে যে নায়িকাবৃত্ত, তার প্রথম দুই নাম অবশ্যই সুচিত্রা সেন এবং সুপ্রিয়া দেবী। উত্তম-সুপ্রিয়ার সম্পর্ক একটা সময় বাংলা সিনেমা জগতের 'হট টপিক' ছিল। সোনার হরিণ, শুন বরনারী, উত্তরায়ন, সূর্য্যশিখা, সবরমতী, মন নিয়ে-র মতো বহু ছবিতে উত্তমকুমারের বিপরীতে মুখ্য ভূমিকায় দেখা গিয়েছে তাঁকে। তবে তাঁর অভিনয় দক্ষতার সবচেয়ে আলোচিত দুই ছবি অবশ্যই ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' এবং 'কোমল গান্ধার'। ২০১১ সালে বঙ্গবিভূষণ এবং ২০১৪-এ পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত করা হয় তাঁকে।

১৯৬৬ বিমল রায় (১৯০৯-১৯৬৬) এদিন প্রয়াত হন। কান চলচ্চিত্র উৎসবে উপমহাদেশীয় অর্জনের কথা বললে পথের পাঁচালীর মানবিক দলিল (১৯৫৬) হিসেবে পুরস্কার প্রাপ্তির কথাই শোনা যায় বেশি। কিন্তু বিমল রায় কান জয় করেছিলেন 'পথের পাঁচালী'র মতো ছবিরও বছর দুই আগে। ১৯৫৪ সালে কান চলচ্চিত্র উৎসব জয় করেছিল বিমল রায়ের ছবি 'দো বিঘা জমিন'। ছবিটি সেরা আন্তর্জাতিক ছবির পুরস্কার পেয়েছিল। বিমল রায় একাধারে ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাঙালি চিত্রপরিচালক এবং প্রযোজকও।

১৯৩৫ এলভিস প্রেসলি (১৯৩৫-১৯৭৭) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। 'কিং অফ রক অ্যান্ড রোল'। তাঁকে সম্মান জানাতে আজও জামানির ফ্রিডবার্গ শহরের এলভিস প্রেসলি স্কোয়ারে পুলিশ তিনটি জায়গার ট্রাফিক সিগন্যালে রেখেছে প্রয়াত গায়কের ছবি।

পার্টির কর্মসূচি

হাওড়ার ঝোড়হাট অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এলাকার দুঃস্থ মানুষদের হাতে উপহার হিসেবে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হল। সেইসঙ্গে এলাকার বর্ষীয়ান তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের দলের তরফে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হল। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক ও হাওড়া সদর মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী নন্দিতা চৌধুরী, হাওড়া সদর যুব তৃণমূলের সভাপতি কৈলাস মিশ্র, দক্ষিণ হাওড়া তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৈকত চৌধুরী-সহ আরও অনেকে।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-৮৯৭

১	■	■	২		৩		৪
৫				■		■	
	■	■	৬				
৭		৮		■		■	■
■	■		■	৯			১০
১১	■	১২			■	■	
	■		■	১৩			
১৪					■	■	

পাশাপাশি : ২. চুলের গোছা ৫. শিব ৬. দীক্ষালাভ করেছে এমন ৭. উত্তমর্ণ ৯. শ্রবণ, কান দেওয়া ১২. '—আজ খুলিয়াছে দ্বার' ১৩. জবরদস্তি ১৪. খদ্দের, ক্রেতা।

উপর-নিচ : ১. নির্লজ্জ, বেহায়া ২. আজীবন দরিদ্র ৩. রুপোর মতো সাদা রং ৪. চিহ্ন ৮. লোকনিন্দা, অখ্যাতি ৯. দুর্বল ১০. তত্ত্বাবধান, দেখাশোনা ১১. বাজারদর।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ৮৯৬ : পাশাপাশি : ১. অভ্যাস ৩. বরবাদ ৫. জপতপহীন ৭. তমস ৮. শ্রথন ১০. আক্কেলগুড়ুম ১২. কলেবর ১৩. রীতিক। **উপরনিচ :** ১. অবারিত ২. সহজসরল ৩. বঞ্চিত ৪. দর্শন ৬. পরিশ্রমকারী ৯. নরলোক ১০. আধেক ১১. গুমর।

নজরকাড়া ইনস্টা

■ সপরিবারে বিপাশা বসু

■ মোনালি ঠাকুর

■ ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত

সম্পাদক : সুখেন্দুশেখর রায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SUKHENDU SEKHAR RAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087 • Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A , A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

8 January, 2024 • Monday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে প্রবীণ নাগরিকদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অনুষ্ঠান

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
8 January, 2024 • Monday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দেশ দেখুক

ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে রবিবার প্রবীণদের হাতে বার্ধক্যভাতা তুলে দিলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ঘটনা নিশ্চিতভাবে দেশের মধ্যে একটি নজিরবিহীন ঘটনা। কেন? কারণ, কোনও সাংসদ তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাঁর এলাকার বয়স্কদের হাতে বার্ধক্যভাতা তুলে দিচ্ছেন, তাঁরা বুকে জড়িয়ে আশীর্বাদ করছেন, এমন দৃশ্য শুধু বিরলতম নয়, চোখে জল এনে দেয়। অভিষেক তো প্রকাশ্য সভায় চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছেন, খোদ প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকাতেও এমন ঘটনা ঘটেনি। ভারতবর্ষের অন্য কোনও রাজ্যতেও নয়। এক-আধজন নন, ভাতা পাচ্ছেন ৭৬,১২০ জন! ভাবা যায়! আর এঁদের দায়িত্ব নিয়েছেন ১৬,৩৮০ জন স্বেচ্ছাসেবক। ভোটে জেতার অর্থ যদি মানুষের সেবা হয়, তাহলে অভিষেক দেশের মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন কীভাবে মানুষের পাশে থাকতে হয়। শুধু তো এবার নয়, কোভিডের সময় ২১টি কমিউনিটি কিচেন করে ১৪ লক্ষ মানুষের পাশে থেকেছেন। হয়েছিল ডক্টরস অন হুইল। শুধু তাই নয়, করেছিলেন কোভিডের র‍্যাপিড টেস্ট। যে উদ্যোগের দরুন ১০ দিনে ১২% পজিটিভিটি রেট নেমে এসেছিল ২ শতাংশতে। কথাতেই আছে, উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে/ রাজদ্বারে য তিষ্ঠতি স বান্ধব। আসলে মানুষের আসল বন্ধু কে তা বুঝিয়ে দেয় তাঁর খারাপ সময়ে কে পাশে রয়েছেন। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদও কাজের মধ্যে দিয়ে এই আপ্তবাক্যকে বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে এনেছেন। ধন্যবাদ তাঁর প্রাপ্য। গোটা দেশ তাকিয়ে দেখুক, চক্রান্তের রাজনীতি করেও তৃণমূল কংগ্রেস কিংবা তৃণমূল সাংসদের মানুষের জন্য কাজ আটকে রাখতে পারেনি। এখানেই ব্যতিক্রমী সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস।

e-mail থেকে চিঠি

এজেন্সির রাজনীতি হার মানতে বাধ্য

২০২৩ সাল জুড়ে তো বটেই, ২০২৪-এর শুরুতেও বাংলার রাজনীতি আক্ষরিক অর্থেই ঘুরপাক খেয়েছে বিরোধী বনাম শাসকের সংঘাতের আবর্তে নয়, ইডি-সিবিআইকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার সস্তা নষ্টামিতে। মন্ত্রী, বিধায়করা গ্রেপ্তার হয়েছেন। আরও এক ডজন নিয়মিত সমন পেয়েছেন। জেরার মুখোমুখি হতে কেউ গিয়েছেন, আবার কেউ যাননি। তবে যতবারই ডাকা হয়েছে বুক চিতিয়ে গিয়েছেন আজকের প্রজন্মের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নিয়োগ দুর্নীতির দুশো অভিযোগ ঘিরে সরগরম রাজনীতি, অথচ দশ বছর আগের সারদা মামলার বিচারই এখনও শুরু হয়নি। এর থেকেই বিজেপির উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার, যেনতেন নেতাদের হেনস্থা করে টাকা আটকে টালমাটাল করে রাখো বাংলার রাজনীতিকে! উদয়অস্ত এত যে এজেন্সির দাপাদাপি— এখানে তল্লাশি, ওখানে অভিযান! কিন্তু এনসিআরবি'র রিপোর্ট কিন্তু কোথাও বলেনি দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সর্বাধিক অপরাধপ্রবণ রাজ্য। বরং খুন ধর্ষণ রাহাজানির নিরিখে বিজেপি-শাসিত বহু রাজ্যের চেয়ে বাংলা ভাল জায়গায়। উত্তরপ্রদেশের ছবিটা একবার দেখুন। আবার দুর্নীতির নিরিখে বাংলা এক নম্বরে, একথা বলার মতো তথ্য পরিসংখ্যানও কোনও কেন্দ্রীয় এজেন্সির হাতে নেই। তবু যাবতীয় আক্রমণের লক্ষ্য মমতার বাংলা। কেন? কারণ, এত গ্রেপ্তার এত অভিযোগ সত্ত্বেও তাঁর ভাবমূর্তিতে বিন্দুমাত্র কালি লেপন করতে বঙ্গ বিজেপির শোচনীয় ব্যর্থতা। সেই কারণেই ইডি হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে মাসের পর মাস। কিন্তু নিট ফল শেষে শূন্য। পাচার, দুর্নীতির শত শত অভিযোগের পরও কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আসন্ন লোকসভা ভোটেও যে এ-রাজ্যের সিংহভাগ ভোটারের আস্থা জিতে নেবে তাতে কট্টর বিরোধীদেরও কোনও সন্দেহ নেই। গোটা বছর জুড়ে মমতাকে শুধু এজেন্সি লাগিয়ে টাইট দিতেই ব্যর্থ হয়নি বিজেপি, ব্যর্থ হয়েছে ন্যায্য সওয়া লক্ষ কোটি টাকার পাওনা আটকে বাংলাকে ভাতে মারার চক্রান্তেও। এগারোর পালাবদলের ১২ বছর পরও রাজ্য-রাজনীতিতে মমতার পাশে অন্যদের দূরবিন দিয়ে পর্যন্ত দেখা যায় না। এতটাই গ্রহণযোগ্যতা তাঁর এই ২০২৪-এর জানুয়ারিতে। কাশ্মীর থেকে পাঞ্জাব, বিহার থেকে বাংলা, অযোধ্যা থেকে বারাণসী, মথুরা-উত্তরপ্রদেশ জুড়ে উচ্চকিত মন্দিরমুখী রাজনৈতিক লড়াইয়ের ক্ষেত্র সর্বত্র প্রস্তুত। এত কিছুর পরেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক ভাবমূর্তিতে সাম্প্রদায়িকতার কালি লাগাতে পারেনি ওরা।

— সৌমেন্দু লাহা, বিডন স্ট্রিট, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
editorial@jagobangla.in

২০২৪-এর চ্যালেঞ্জ

নতুন বছর, নয়া চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের সাফল্য ব্যর্থতার ওপর নির্ভর করছে, আমরা বাঙালি হিসেবে, ভারতীয় হিসেবে স্বকীয়তা বজায় রাখতে পারব কি না। লিখছেন **অনির্বাণ ধর**

হাওড়া থেকে খড়্গপুর ট্রেন। এরপর কেশিয়াড়িগামী বাসে নামতে হবে হাতিগড়িয়া। সেখান থেকে আবার বাস। এবার রোহিণীগামী। সেই বাসে উঠে নামতে হবে মানগোবিন্দপুর। এবার ৩ কিলোমিটার দূরে গ্রামের নাম লাউদহ। এই গ্রাম এবং আশেপাশের আরও কিছু গ্রাম জুড়ে ছড়িয়ে আছে সাত বোনের থান। সাতজন দেবীকে সাত বোন বিবেচনা করা হয়। কিছুদিন পর পৌষ সংক্রান্তি। এই থানগুলিতে পুজো হবে। সুবর্ণরেখা নদীতীরে বসবে থান গোড়ার মেলা। মানতের পুজোর দিন। বিশেষ পুজোর উপচার হিসেবে মাটি দিয়ে তৈরি হাতি ও ঘোড়া গাছের নিচে ওই থানে দেওয়া হবে। এই গ্রামগুলিকে সাত বোনের থান ঘিরে রেখেছে আশীর্বাদ আর বরাভয় দিয়ে। ঝিলিমিলি বুড়ির থান আর হাইস্কুলের মাঠে মেলায় যোগ দিতে ঘরে ঘরে আসে আত্মীয়রাও। মিলনোৎসব হয় এই পৌষ সংক্রান্তির দিন। নগর থেকে অনেক দূরে। Far from the madding crowd.

এই দৃশ্যে ধরা পড়ে বছরের পর বছর ধরে হয়ে চলা সমাজের একটি স্বাভাবিক ছন্দ। শহর কিংবা গ্রাম এভাবেই অনেক অপ্রাপ্তি, বঞ্চনা আর সুখ-দুঃখের মধ্যেও নিজস্ব যাপনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। এসবের মধ্যে এই ছন্দকে ব্যাহত করার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করা হয়। হয়েছে। সেইসব অশান্তি যাদের মস্তিষ্কপ্রসূত, তাদের জীবনে কোনও ক্ষতি হয় না। লোকসান হয় সাধারণ মানুষের। যদি ট্রেন অবরোধ হয়, তাহলে আমরা নাজেহাল হই। যদি রাস্তাঘাটে অরাজকতা হয়, তাহলে আমাদের ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা বানচাল হয়। কেরিয়ার ও পেশা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দাঙ্গার আগুনে গরিব ও আম জনতার মৃত্যু হয়। আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন। অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে এই বার্তায় কোনও ধর্মবিশ্বাসী হিন্দুর আপত্তি নেই। রামচন্দ্র কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের নিজস্ব অধিকারের ঈশ্বর নন। সকল হিন্দুর কাছেই আরাধ্য তিনি। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসী হিন্দু চাইবে এই মন্দির উদ্বোধন একটি ধর্মীয় উৎসব আর পরবেই যেন সীমাবদ্ধ থাকে। এই মন্দির উদ্বোধন উৎসবকে ঘিরে কোনও উগ্র সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করা হলে সেই প্ররোচনার ফাঁদে যেন আমরা না পড়ে যাই। সতর্ক থাকতে হবে আমাদের।

আমাদের জীবনযাপনের পরিচিত ছন্দ ধ্বংস হয়ে যাক, এটা হয়তো বাঙালির শত্রুপক্ষ চায়। আমাদের নিজেদের মধ্যে অশান্তি করিয়ে, মারামারি করিয়ে, একে অন্যের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত করিয়ে দেওয়ার প্ল্যান করা হলে সেটা যে রাজনৈতিক দলেরই নেতাকর্মী হোক, বাঙালিই হোক, অবাঙালি হোক, হিন্দু হোক, মুসলিম হোক, তারা আমাদের শত্রুপক্ষ। আমাদের অশান্তি, ঘৃণা, বিদ্বেষের দিকে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে মানেই, সে আমাদের ধ্বংস চায়।

বিবেকানন্দ বলেছেন, ধর্ম শাশ্বত। তার কোনও পরিবর্তন হয় না। বরফের ধর্ম যেমন শৈত্য, অগ্নির ধর্ম যেমন দহন, তেমনিই ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্য হল সমাজের কল্যাণ, মানুষের হিতকর্ম। সেখানে কোনও বিভেদ নেই। তাহলে আমরা যে ধর্ম পালন করি, সেটা কী? এই যে হিন্দু ধর্ম, মুসলিম ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম! কেন তাহলে এত ভাগ, এত বিভেদ! বিবেকানন্দ বললেন, এগুলি আসলে কোনও ধর্ম নয়, তা হল ধর্মমত বা ধর্মাচরণ। সেটা কীরকম? ওই যে মন্দির-মসজিদ-গির্জা স্থাপন, আমিষ, নিরামিষ কিংবা ব্রত-উপবাস, অথবা তিলক কাটা, গেরুয়া পোশাক পরা, মস্তকমুণ্ডন, জপ, ধ্যান-সহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসনের বেড়াজালের মধ্যে আটকে পড়া। ধর্ম যদি সাগর হয়, ধর্মমত হল বদ্ধ জলাশয়। তিনি লিখলেন এক শাশ্বত বাণী। 'আমি বলিতে চাই যে, কোনও সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করা ভালো, কিন্তু উহারই গণ্ডির মধ্যে মরা ভালো নয়।' অর্থাৎ তিনি ব্যবহারিক জীবনে সাম্প্রদায়িক বিভেদের বেড়া ভেঙে প্রকৃত মানবধর্মে উন্নীত হওয়ার কথা বলেছিলেন। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ তাঁর 'ধর্মের মর্ম' নিবন্ধে লিখেছেন, 'ধর্মের লক্ষ্য মানুষে মানুষে সেতুবন্ধন করা, কিন্তু ধর্মমতগুলি মানুষে মানুষে বিভেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টির যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং হইতেছে। মনে রাখিতে হইবে, ইহার জন্য ধর্মের কোনও দোষ নাই, দোষ কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের, যাহারা লোভ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা ও অসহিষ্ণুতার বশবর্তী হইয়া ধর্মকে ব্যবহার করে।' সুতরাং এই মুহূর্তে দেশে উথলে ওঠা ধর্মের স্বরূপকে বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। উল্টোপথে হাঁটছে বিজেপি। রামমন্দির, হিন্দুরাষ্ট্র বা গীতাপাঠকে এক রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে অপব্যবহার করা হচ্ছে।

আর ক'দিন পরেই বিবেকানন্দ জয়ন্তী। উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা বিবেকানন্দকে তাঁদের দলের লোক বলে প্রমাণ করার জন্য সদা সচেষ্ট। বিবেকানন্দের মূর্তি প্রয়োজন ও সুযোগমতো প্রতিষ্ঠা করে তাঁরা ঘোষণা করতে ব্যস্ত যে, বিবেকানন্দের গৈরিক বস্ত্রের সঙ্গে তাঁদের গৈরিকীকরণযজ্ঞের গভীর যোগ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী মানুষের আবেগকে উসকে তোলার জন্য বিবেকানন্দের ছদ্ম-মুখোশে মুখ ঢাকতে চাওয়া ও বিবেকানন্দের ছদ্মঢাল সামনে রাখার কার্যক্রম ইদানীং সর্বত্র চোখে পড়ে। বিবেকানন্দের আদর্শের সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্কবিহীন এই রাজনৈতিক কৌশল— নিতান্তই ভোটপন্থী চাতুর্য। বিবেকানন্দের প্রয়াণের পর তাঁর বাণী ইংরেজ সরকারের কাছে মুচলেকা দেওয়া হিন্দুত্ববাদীদের নয়, দেশব্রতী কর্মযোগীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। সেকথাটা ভুললে চলবে না। ভুললে চলবে না, আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ধর্মবোধ আর আত্মগর্বী হিন্দুত্ববাদ দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন মনোভাব— দু'টির মধ্যে গুণগত ও মাত্রাগত পার্থক্য আছে। আত্মমর্যাদাবোধ অপরের মর্যাদার হানি ঘটায় না, আত্মগর্ব অপরের মর্যাদার হানি ঘটাতে তৎপর। ধর্মীয় আত্মগর্ব আর রাষ্ট্রীয় আত্মগর্ব দুই-ই অপরকে গ্রাস করতে চায়। অপরকে গিলে খাওয়ার এই চেষ্টা ক্ষমতাতন্ত্রের প্রকৃতি। বিবেকানন্দ অপরের মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন— তিনি মূর্খ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসীকে নিজের ভাই বলতে দ্বিধা করেননি। এ কেবল কথার কথা ছিল না— বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরুভাইদের সেবাকার্যে এই আত্মীয়তার বোধ প্রকাশিত হয়েছিল। দরিদ্র ভারতবাসীর স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। তার জন্য প্রয়োজন হলে ধর্মের নামে গচ্ছিত অর্থ ব্যয় করতেও বিবেকানন্দ কুণ্ঠিত ছিলেন না। তাঁর গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দ দুর্ভিক্ষের সময় তীব্র ভাষায় ভারতের নানা মঠের প্রধানদের কাছে নিবেদন করেছিলেন, যেন ধর্মীয় আচারের জন্য গচ্ছিত অর্থ জনগণের সেবায় বণ্টন করে দেওয়া হয়। শিকাগোর ধর্মমহাসভায় ভারতের বৈশিষ্ট্য হিসাবে যে সমন্বয়ী চিন্তাধারার কথা তিনি ঘোষণা করেছিলেন তারই সূত্রে ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে তিনি একাত্মতা বোধ করতেন। অগ্নিবর্ণ ও চণ্ডাশোকের মতো অপশাসক ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভারতীয় শাসকদের মধ্যে কেউ থাকতেই পারেন, তাই বলে আকবরের মাহাত্ম্য খর্ব হয়ে যায় না। মোগল ভারতের শাসকবিশেষের সুশাসনের কথা বিবেকানন্দ তাঁর 'বর্তমান ভারত' ও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' রচনায় উল্লেখ করেছিলেন।

তাই একান্ত প্রার্থনা, আমরা নিজেদের অতীত ঐতিহ্য বজায় রেখে একটি উদার, রাজনীতিসচেতন, সংস্কৃতিমনস্ক এবং ভদ্র জনতা হিসেবে নিজেদের উপস্থাপিত করতে পারি। ২০২৪-এ সেটাই আমাদের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

নতুন বছরের প্রথম রবিবার শহরে অধরা শীত। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তিকর গরম। বুধবারের পর থেকে বদলাবে আবহাওয়া, নামবে পারদ, পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের

যেভাবে বার্ধক্যভাতার ব্যবস্থা হল

ডায়মন্ড হারবার মডেল

প্রতিবেদন : কথা দিয়েছিলেন প্রবীণদের বার্ধক্যভাতার ব্যবস্থা করবেন। কথা রাখলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ডায়মন্ড হারবারে সংসদীয় এলাকায় ৭৬ হাজার ১২০ জন প্রবীণের কাছে বার্ধক্যভাতার টাকা দেওয়ার কাজ শুরু করে দিলেন। রবিবার পৈলানের দৌলতপুর যুব সংঘের মাঠের মঞ্চ থেকে নিজে ১০০ জনের হাতে চেক তুলে দিলেন। আগামী ৯ তারিখের মধ্যে বাকিদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে যাবে। অভিষেক দেখিয়ে দিলেন, কীভাবে মানুষের জন্য কাজ করতে হয়। এটাই ডায়মন্ড হারবার মডেল। কিন্তু কীভাবে সারা হল এই বার্ধক্যভাতা দেওয়ার এই প্রক্রিয়াটি? অভিষেক জানালেন, গত দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে ১৬ হাজার ৩৮০ জন ভলান্টিয়ার অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে এই কাজটি করার জন্য। ৮৫ হাজার রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল। তার মধ্য

প্রবীণদের হাতে চেক তুলে দিচ্ছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ।

থেকে প্রয়োজন ভিত্তিতে ৭৬,১২০ জনকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এরপর ব্যাঙ্কে সরাসরি টাকা পাঠানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৬,৩৮০ জন সদস্যের প্রত্যেকে ৫ জন করে প্রবীণের দায়িত্ব নিয়েছেন। গোটা বিষয়টি ভেরিফিকেশন করা হয়েছে। ৭৬,১২০ জনের বাড়ি গিয়ে নথিপত্র খতিয়ে দেখা হয়েছে। তার পরে নিশ্চিত হয়ে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মাধ্যমে সবটা করা হয়েছে। অভিষেকের নির্দেশ, সকলে টাকা পেলেন কি না তার খোঁজ নেওয়া হবে। তাঁর অফিস থেকে প্রত্যেককে ফোন করে জানা হবে টাকা পেয়েছেন কি না। কোনও সমস্যায় টাকা না পেলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সেই সমস্যা মিটিয়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছনো হবে। অভিষেক এদিন বলেন, আমার বিশ্বাস রাজ্য সরকার খুব দ্রুত বার্ধক্যভাতার টাকা দেওয়া শুরু করবে। কিন্তু কোনও কারণে যদি রাজ্য সরকার দিতে নাও পারে, আমি কথা দিচ্ছি, যতদিন বেঁচে থাকব আপনাদের মুখে হাসি পড়তে দেব না। আপনাদের বার্ধক্যভাতা আমি দিয়ে যাব। এভাবেই নিজের সংসদীয় এলাকার প্রবীণদের পাশে দাঁড়ালেন তাঁদের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

পৈলানের মঞ্চে নেতাইয়ের শহিদদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব ওড়ালেন অভিষেক

প্রতিবেদন : কিছুদিন ধরে তৃণমূলে নবীন-প্রবীণের জল্পনা-দ্বন্দ্ব-বিতর্ককে উড়িয়ে দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবার পৈলান অনুষ্ঠান থেকে বললেন, তৃণমূল কংগ্রেসে নতুন-পুরনো দ্বন্দ্বের কোনও অবকাশ নেই। তৃণমূল কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধ। সংশয়ের কোনও জায়গা নেই। অভিষেকের সংযোজন, অতীতে দল আন্দোলনের যেসব দায়িত্ব দিয়েছে, তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছি। ২০২৪-এ দায়িত্ব দিলে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সুসংহতভাবে দল চালাচ্ছেন। আমি যতদিন বেঁচে থাকব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি বুকে নিয়ে তৃণমূলের ঝান্ডা হাতে তাঁর পাশে থাকব। তবে আমি বলেছিলাম, বয়স হলে মানুষের কর্মক্ষমতা কমে। আমি এখনও তাই মনে করি। নিজের উদাহরণ দিয়ে অভিষেক বলেন, আমার এখন বয়স ৩৫-৩৬ বছর। ২০ বছর বাদে আমার শারীরিক ক্ষমতা একটু কমবে। ৩০ বছর বাদে আরেকটু বেশি কমবে। স্বাভাবিক ভাবেই কয়েক মাস আগে আমি নবজোয়ার কর্মসূচি নিয়ে দু'মাস ধরে রাস্তায় পড়েছিলাম, ৭০ বছর বয়সে কি আর সেভাবে রাস্তায় পড়ে থাকতে পারব? শারীরিক কারণেই সেটা সম্ভব হবে না। আর সেটাই তো স্বাভাবিক ঘটনা। তবে আমি একথা বলতে পারি, যতদিন বাঁচব তৃণমূল কংগ্রেসই করব। অভিষেক বলেন, ২০২৪-এ দল প্রার্থী করলে আমাকে আমার লোকসভাতে সময় দিতে হবে। যতবড় নেতাই হোক না কেন, নিজের লোকসভায় তাঁকে সময় দিতেই হবে। তা না হলে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নেবে। এরপরই তাঁর প্রশ্ন, সারা বছর মানুষের পাশে থাকে কারা? একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস। আমার আজ রাজ্য বা দেশ জুড়ে যতটুকু পরিচিতি তা আপনাদের জন্য। গণতন্ত্রের শেষ কথা বলে মানুষ। আপনারাই সব। মানুষ না চাইলে কারও দাম নেই। ফলে এধরনের আলোচনার বাজার গরমের কোনও কারণ নেই। আমাকে দল যেভাবে দায়িত্ব দেবে, ব্যবহার করবে আমি তাই করব। সাফ কথা অভিষেকের।

নিজের কেন্দ্রের কাজের খতিয়ান পেশ অভিষেকের

প্রতিবেদন : ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ হিসাবে দশ বছর পূর্ণ হল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। গত ১০ বছরে তাঁর সংসদীয় এলাকায় উন্নয়নের যে কাজ হয়েছে ইতিমধ্যেই পুস্তিকা আকারে তা প্রকাশ করেছেন অভিষেক। রবিবার পৈলানের দৌলতপুর যুব সংঘের মাঠে দাঁড়িয়ে তার স্মৃতিচারণ করলেন নিজেই। বললেন, ২০১৪ সালে যখন দলের তরফে আমার নাম ঘোষণা করা হয়, ডায়মন্ড হারবারের প্রার্থী হিসাবে, তখন প্রথম রাজনৈতিক সভাটি করেছিলাম এই দৌলতপুরের মাঠেই। তারপর থেকেই যে কোনও শুভ কাজ শুরুয়াত করি এই মাঠ থেকেই। ২০১৪-র পর ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, প্রত্যেকবারই আমাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি শুরু করি এই মাঠ থেকেই। ২০২৪-এ তার ব্যতিক্রম হবে না। অভিষেক বলেন, আমার সংসদীয় এলাকায় আমার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে জল, কল, রাস্তা, আলো সবই করা হয়েছে। শুধুমাত্র ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে গত ১০ বছরে ৪৫০০-৫০০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। মথুরাপুরে দেশের বৃহত্তম জলপ্রকল্পের কাজ হচ্ছে। ২০১৪ সালে যখন ডায়মন্ড হারবার লোকসভার বিভিন্ন জায়গায় যেতাম মানুষ অভিযোগ করতেন, রাস্তা নেই, জল নেই, আলো নেই বলে। এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করে ভোট দিয়ে সাংসদ করেছেন। আমি চেষ্টা করেছি আমার সাধ্যমতো ডায়মন্ড হারবারের মানুষের পাশে থাকতে। তাঁদের সমস্যা দূর করতে, স্পষ্ট বক্তব্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

পৈলানের মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজেপির ভোট চাওয়ার অধিকার নেই

প্রতিবেদন : গত দশ বছরে ডায়মন্ড হারবারে সংসদীয় এলাকায় আমি যা কাজ করেছি তাতে মানুষের সমর্থন আমি চাইতেই পারি। কিন্তু বিজেপি এখানে কী করেছে? তাদের ভোট চাওয়ার কোনও অধিকার নেই। তাদের ছোট-বড়-মেজ, যেকোনও নেতা আসতে পারেন। কিন্তু এসে কী বলবেন মানুষের কাছে? মানুষ তো প্রশ্ন করবে। আপনারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই ১৫ লক্ষ টাকা, ২ কোটি বেকারের চাকরি— সেগুলি কোথায়?

বিজেপির ভাঁওতাবাজি আর মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে মানুষ আর ভুলবে না। এরপরই কার্যত বিরোধীদের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিরোধীরা পারলে ডায়মন্ড হারবার মডেল অনুসরণ করে দেখাক। ডায়মন্ড হারবারের মানুষের জন্য যে কাজ করা হয়েছে, তা কাছাকাছিও করতে পারবে না। অভিষেকের হুঙ্কার, লোকসভা নির্বাচনে ভোটের ময়দানে দেখা হবে। সেদিন বুঝিয়ে দেব লড়াই কাকে বলে।

টাকা নিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্র, হিসেব দিলেন সাংসদ

প্রতিবেদন : কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা থেকে ট্যাক্সের নামে কোটি কোটি টাকা নিয়েছে, অথচ বাংলার প্রাপ্য দেওয়া হয়নি। রবিবার পৈলানের প্রবীণদের বার্ধক্যভাতা প্রদানের মঞ্চ থেকে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে অভিষেক বললেন, এরা গায়ের জোরে টাকা আটকে রেখেছে। রীতিমতো আর্থিক খতিয়ান তুলে ধরে সামনে আনলেন গত ৫টি অর্থবর্ষে বাংলা থেকে কেন্দ্র মোট কত টাকা তুলেছে। অভিষেকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে বাংলা থেকে তোলা হয়েছে ৮৪,৪১৮ কোটি টাকা। ২০২০-২১-এ নেওয়া হয়েছে ৮০ হাজার কোটি টাকা। ২০২১-২২-এ নেওয়া হয়েছে ১ লক্ষ ১,৬০০ কোটি টাকা। ২০২২-২৩-এ কেন্দ্রীয় সরকার তুলেছে ১ লক্ষ ১৪,৪৮২ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে গত পাঁচ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে ৪ লক্ষ ৬৪,৫৬৪ কোটি টাকা। অথচ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলার পাওনা ১ লক্ষ ১৫০০০ কোটি টাকা আটকে রেখেছে গায়ের জোরে। এর মধ্যে ১০০ দিনের কাজের টাকা যেমন রয়েছে, আবাস যোজনার টাকাও বকেয়া রয়েছে। অভিষেক বলেন, বাংলার ন্যায্য পাওনা আদায়ে আমরা আন্দোলন করেছি। প্রধানমন্ত্রীর কাছে একাধিকবার ধরনা করা হয়েছে।

এই সেদিনও মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে তথ্য প্রমাণ-সহ বাংলার ন্যায্য পাওনার দাবি জানিয়েছেন। তবুও বাংলার প্রতি বঞ্চনার করেই চলেছে কেন্দ্র। আমাদের লড়াই জারি থাকবে।

রাজ্য
8 January, 2024 • Monday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বারাকপুর শিউলি পঞ্চায়েতের শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা মন্দিরের ৪১তম অন্নকূট উৎসবে বারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং

৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়সীমা, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড নিয়ে নবান্নের নির্দেশ

চলতি মাসেই ২৫ হাজার পড়ুয়াকে ঋণ

প্রতিবেদন : স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের মাধ্যমে চলতি মাসের মধ্যে ২৫ হাজার পড়ুয়াকে ঋণ দেওয়ার নির্দেশ দিল নবান্ন। আগামী ৩১ জানুয়ারির মধ্যে ঋণ মঞ্জুর করার লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়েছে ব্যাঙ্কগুলিকে। সম্প্রতি স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পড়ুয়াদের লোন দেওয়ার ক্ষেত্রে একাধিক ব্যাঙ্কের গড়িমসির অভিযোগ পেয়েছে নবান্ন। নবান্ন সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত ৬৫ হাজার পড়ুয়াকে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে প্রায় ২১০০ কোটি টাকা লোন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতরের হিসেব বলছে, এখনও পর্যন্ত ২৫ হাজার আবেদন ব্যাঙ্কগুলির

অনুমোদনের অপেক্ষায় পড়ে আছে। শনিবার রাজ্যের মুখ্যসচিব বি পি গোপালিকা বিভিন্ন ব্যাঙ্কের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে ছিলেন একাধিক জেলাশাসকও। সেই বৈঠকেই স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পড়ুয়াদের লোন দেওয়ার আবেদনগুলি কেন পড়ে রয়েছে, তা নিয়ে ব্যাঙ্কগুলি প্রশ্নের মুখে পড়ে বলে সূত্রের খবর। বৈঠকে, ব্যাঙ্কগুলিকে চুক্তি অনুযায়ী, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে লোন নিলে ৪ শতাংশ হারেই সুদ নিতে হবে ছাত্রছাত্রীদের থেকে। নবান্নের এই নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও, পড়ুয়াদের কাছ থেকে কেন বেশি হারে সুদ চাওয়া হচ্ছে সেই বিষয়েও রাজ্যের নবান্নের শীর্ষ আধিকারিকদের প্রশ্নের মুখে পড়েন একাধিক ব্যাঙ্কের আধিকারিকরা।

■ হাওড়ার শরৎ সদনে ফ্যাম কনক্লেভের দশম বর্ষের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। উপস্থিত দলীয় সমর্থকেরা।

■ খড়দহে বিধানসভার বিলকান্দা ১ নম্বর পঞ্চায়েতের মুড়াগাছায় রবিবার এটিএম ওয়াটার ট্যাঙ্কের উদ্বোধন করলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

■ রবিবার দমদম সঙ্গীতমেলার শেষদিনে মেলার উদ্যোক্তা শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে গায়ক সোনু নিগম।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কলকাতা পুরসভার নতুন উদ্যোগ

এমআরআই, সিটি স্ক্যানের মতো পরিষেবা এবার নামমাত্র মূল্যে

প্রতিবেদন: শহরের মানুষকে আরও কম খরচে উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে বদ্ধপরিকর কলকাতা পুরসভা। এই নিয়ে নয়া উদ্যোগ নিল পুরসভার স্বাস্থ্য দফতর। অতি স্বল্পমূল্যে বিভিন্নরকমের স্বাস্থ্যপরীক্ষার পরিষেবা দেওয়ার জন্য আসতে চলেছে কলকাতা পুরসভার ফেয়ার প্রাইস ডায়াগনস্টিক সেন্টার। আগামী বুধবার ৭৭ নং ওয়ার্ডের মনসাতলা লেনে কবিতীর্থ কমিউনিটি সেন্টারে খুলতে চলেছে পুরসভার এই ফেয়ার প্রাইস ডায়াগনস্টিক সেন্টার। আপাতত এখানে নামমাত্র খরচে সিটি স্ক্যান ও এমআরআই পরিষেবা পাওয়া যাবে। ধীরে ধীরে ডিজিটাল এক্স-রে ও আলট্রাসোনোগ্রাফি পরিষেবাও চালু হবে। বাইরের যেকোনও বেসরকারি ল্যাবরেটরির মতোই পরিষেবা মিলবে এই ফেয়ার প্রাইস ডায়াগনস্টিক সেন্টারে, কিন্তু প্রায় পাঁচগুণ কম টাকায়। অর্থাৎ যে পরীক্ষা কোনও

বেসরকারি পরীক্ষাকেন্দ্রে করাতে গেলে ন্যূনতম ৫০০ টাকা খসাতে হয়, কলকাতা পুরসভার এই ল্যাবরেটরিতে সেই পরীক্ষা করা যাবে ১০০ টাকারও কমে। পুরসভার আওতাধীন শহরের যেকোনও অঞ্চলের বাসিন্দারা এই সুবিধা পাবেন। পরবর্তীতে এইধরনের আরও পরীক্ষাকেন্দ্র খোলা হলে কলকাতার বাইরের মানুষও এই পরিষেবা পাবেন। এমনকী স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে এই পরীক্ষাগুলির জন্য ধার্য করা মূল্যের থেকেও কম টাকায় নাগরিকদের এই পরিষেবা দেওয়া হবে। পুরসভার স্বাস্থ্যকেন্দ্র কিংবা সরকার-বেসরকারি যেকোনও হাসপাতালের চিকিৎসক লিখে দিলেও মিলবে পরিষেবা। তবে এই ফেয়ার প্রাইস ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা করাতে এলে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে আসা বাধ্যতামূলক বলে জানিয়েছেন ডেপুটি মেয়র তথা স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ।

প্রধান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ শুরু করল শিক্ষা দফতর

প্রতিবেদন : একটি স্কুলের কান্ডারি প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা। তাই স্কুল পরিচালনা করতে যাতে কোনও রকম অসুবিধে না হয় তার জন্য প্রধান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা আগে থেকেই জানানো হয়েছিল। এবার সেই প্রক্রিয়াই শুরু হল। ইতিমধ্যেই ১০টি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। আইআইএম জোকাতে এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যবস্থা করেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। প্রতিদিন ১০০ থেকে ২০০ জন প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির কার্যকরী সভাপতি বিজন সরকার জানান, রাজ্য সরকারের প্রতিটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের মেইল মারফত আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যাঁরা প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য নিশ্চিত করেছেন তাঁদের নাম লিখে নেওয়া হচ্ছে। ভালভাবে নেতৃত্ব দিতে না পারলে কোনও ভাবেই সেই স্কুল এগোতে পারবে না। তাই লিডার হিসেবে প্রধান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ থাকা খুব জরুরি। অপরদিকে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক প্রধান শিক্ষক জানান, এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁরা আরও ঋদ্ধ হয়েছেন। এর ফলে স্কুল চালাতে আরও সহজ হবে। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন তাঁরা। ইতিমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় দেশের মধ্যে শীর্ষে বাংলা। একটা স্কুল চালাতে গেলে কোন কোন বিষয় মাথায় রাখা উচিত। কোনও সমস্যা হলে তা দক্ষতার সঙ্গে কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে। দ্রুত কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কী করতে হবে। এই সমস্ত বিষয়ে প্রধান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এই প্রথম স্কুল স্তরে এই ধরনের ম্যানেজমেন্ট শিক্ষার ব্যবস্থা করল রাজ্য সরকার। প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন আইআইএম জোকার অধ্যাপকরা।

■ কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোনারপুর উত্তর বিধানসভার রাধানগর অটো স্ট্যান্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের জনসভা। উপস্থিত পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী ও স্থানীয় বিধায়ক ফিরদৌসি বেগম।

■ কাশীপুর-বেলগাছিয়া সিটিজেন্স ফোরাম আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনে রাজ্যসভার সাংসদ ও দলীয় মুখপাত্র ডাঃ শান্তনু সেন।

চুঁচুড়া ময়দান রক্ষণাবেক্ষণে কমিটি

■ রবিবার আচমকাই চুঁচুড়া ময়দান পরিদর্শন করলেন স্থানীয় বিধায়ক অসিত মজুমদার। এরপরই ময়দান রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করেন বিধায়ক।

সংবাদদাতা, হুগলি : এবার থেকে চুঁচুড়া ময়দান রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তৈরি হবে কমিটি। তিনজন জনপ্রতিনিধি করে তৈরি হবে কমিটি। এমনটাই জানালেন বিধায়ক অসিত মজুমদার। রবিবার হঠাৎই ময়দান পরিদর্শনে আসেন বিধায়ক। চুঁচুড়া ময়দানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন বিধায়ক অসিত মজুমদার। গাড়ি থামিয়ে নেমে পরিদর্শন করেন চুঁচুড়া ময়দান। মূলত তাঁর বিধায়ক তহবিলের টাকা দিয়েই চুঁচুড়া ময়দানের সৌন্দর্যায়নের কাজ হয়েছিল। বসার জায়গা সংস্কার ও জনসাধারণের জন্য উপযুক্ত ভাবে গড়ে তোলার কাজ এই তহবিলের টাকা দিয়েই হয়েছে।

এদিন পরিদর্শনে এসে বসার স্থানগুলোর গুণগত মান নিয়ে দেখে নির্মাণকারীদের সঙ্গে কথাও বলেন। অসিত মজুমদার জানান, আমার বিধায়ক তহবিল থেকে চুঁচুড়া ময়দান সুন্দরভাবে গড়ে উঠছে। আগামী দিনে এই বিষয়ে স্থানীয় তিনজন জনপ্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করব। যাঁরা ময়দানের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। আগামী দিনে সাধারণ মানুষ যাতে এসে কোনওরকম অসুবিধায় না পড়েন সেটাও দেখবে ময়দান কমিটি।

■ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের নতুন শাখার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হল রিষড়ার বোস হাউসে। উপস্থিত ছিলেন নিউ ইয়র্ক রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দজি এবং অধ্যাপক সুগত বসু ও বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ সর্ববিদানন্দ। আজাদ হিন্দ ফৌজ স্মারক বক্তৃতা দেন তাঁরা।

সোশ্যাল মিডিয়ায় শিক্ষক নিয়োগের ভুয়ো বিজ্ঞপ্তি ঘিরে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়াল রবিবার। শনিবার রাত থেকেই এটি ভাইরাল হয়ে যায়। বিধাননগর কমিশনারেটে এনিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে এসএসসি

মিলছে কি না পরিষেবা, কন্ট্রোল রুম থেকে বাসিন্দাদের ফোন

মডেল গ্রামগুলিকে নিয়ে শুরু সমীক্ষা

প্রতিবেদন : রাজ্যের মডেল গ্রামগুলির পর্যালোচনা শুরু করেছে রাজ্য সরকার। মডেল হিসাবে ঘোষিত গ্রামগুলির বাসিন্দারা নির্ধারিত মাপকাঠি মেনে পরিষেবা পাচ্ছেন কি না তা খতিয়ে দেখতে এই সমীক্ষা করা হচ্ছে। রাজ্যের ৬ হাজার ৭৫৮টি মডেল গ্রামের প্রত্যেক বাসিন্দাকে ফোন করা হচ্ছে পঞ্চায়েত দফতরের সিঙ্গল উইন্ডো পাবলিক গ্রিভান্স সেল ও স্টেট কন্ট্রোল রুম থেকে। ফোন করে ২০টি প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হচ্ছে। তার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে, সত্যিই রাজ্যের মডেল গ্রামগুলি তকমা ধরে রাখতে পারছে কি না। যেসব ক্ষেত্রে খামতি ধরা পড়ছে, সেখানে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে জেলা প্রশাসনকে। এখানেই শেষ নয়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই কাজ শেষ হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করতে ফের ফোন করা হচ্ছে বাসিন্দাদের। কেন এই সমীক্ষা চালানোর

সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন? প্রশাসনিক কর্তারা জানাচ্ছেন, মুখ্যমন্ত্রী চান তৃণমূল স্তরে মানুষ যেন কোনওরকম পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গ্রামই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। পঞ্চায়েত দফতরের কন্ট্রোল রুম থেকে ১২ জন কর্মী ফোন করে সরাসরি গ্রামের মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন। মডেল গ্রামে এভাবে সমীক্ষা চালানোর পাশাপাশি 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' সেলে জমা হওয়া সমস্যাগুলি সমাধানের ক্ষেত্রেও এই কন্ট্রোল রুমকে কাজে লাগানো হয়। পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানান, পরিচ্ছন্ন গ্রামের লক্ষ্যেই আমাদের এই উদ্যোগ। মডেল গ্রামের উপর এই সমীক্ষার কাজ প্রায় এক মাস আগে চালু করেছে রাজ্য। দক্ষিণবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই রয়েছে একাধিক মডেল গ্রাম। সেসব গ্রামে প্রত্যেকের বাড়িতে শৌচাগার, পর্যাপ্ত আলো, উন্নতমানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ঝাঁ চকচকে রাস্তা সহ নানা পরিষেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে তার নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য। সেই কারণে এই সমীক্ষা বলে জানা গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত চারটি জেলায় সমীক্ষার কাজ অনেকটা এগিয়েছে বলে খবর। তাতে দেখা যাচ্ছে হাওড়া, মালদহ এবং আলিপুরদুয়ারের তুলনায় এক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলা।

নেতাই-নন্দীগ্রাম হাইজ্যাক করছে গদ্দার : তোপ শশীর

প্রতিবেদন : রাজ্যে পরিবর্তনের আগে ৩৪ বছর ধরে বাংলার বুকে শাসন-নিপীড়ন চালিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার। এই বাম আমলেই সব থেকে বেশি গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে রাজ্যে। কিন্তু তার জন্য বাংলার মানুষের কাছে ক্ষমা চায়নি বামফ্রন্ট সরকারের প্রধান শরিক সিপিএম। নেতাই দিবসের প্রাক্কালে সিপিএম তথা বামেদের কাঠগড়ায় তুলে মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজার প্রশ্ন, আপনারা কি প্রায়শ্চিত্ত করেছেন? রাজ্যের মানুষের কাছে জবাবদিহি করেছেন? তাহলে কীসের ব্রিগেড! কেন আপনাদের কথা শুনবে বাংলার মানুষ! শশী পাঁজার কথায়, ২০১১ সালের আগে ৩৪ বছরের বাম সরকারের আমলে রাহাজানি, খুন, ধর্ষণ, রাজনৈতিক হত্যার ঘটনা ঘটেছে মুহুর্মুহু। অনেক কল-কারখানা বন্ধ হয়েছে। তার জন্য সিপিএম প্রায়শ্চিত্ত করেনি, বাংলার মানুষের কাছে ক্ষমা চাইনি। মানুষ তাই সাড়া দিচ্ছেন না সিপিএমের ডাকে। শুধু সিপিএম নয়, এদিন গদ্দার অধিকারীকেও একহাত নেন শশী পাঁজা। তিনি বলেন, নেতাই দিবসের কৃতিত্ব হাইজ্যাক করেছে গদ্দার অধিকারী।

নন্দীগ্রাম-নেতাইসহ রাজ্যের বুকে ঘটে যাওয়া একাধিক গণহত্যার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। গোটা বাংলা জানে সেকথা। এখন সেই আন্দোলনের কৃতিত্ব হাইজ্যাক করে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে গদ্দার অধিকারী। বাংলার মানুষ তাকে সঠিক সময়ে উচিত শিক্ষা দেবে।

■ কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে বারুইপুরে তৃণমূলের মহিলাদের মিছিল। উপস্থিত স্থানীয় বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ ৪৭ জন পড়ুয়ার হাতে খাতা ও স্কুল ব্যাগ তুলে দিল বাগুইআটি বইমেলা কমিটি। উপস্থিত ছিলেন কমিটির সম্পাদক সোমেশ্বর বাগুই।

দিশাহীন ব্রিগেড

প্রতিবেদন : দিশাহীন ব্রিগেড করল বামেদের যুব সংগঠন। উপস্থিতি কহতব্য নয়। দু'দিন আগে এসইউসিআই ব্রিগেডে সভা করেছিল। তার ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। তার সঙ্গে তুলনা টানলে বলতে হয়, ৩৪ বছরের রাজ্যের শাসকদল ১২ বছর ক্ষমতায় না থাকার জেরে আসন সংখ্যাতে শূন্য হয়েছে। জনতার মন বুঝতেও ব্যর্থ হয়েছে। ভিড় যে হবে না সেটা আগে থেকে আন্দাজ করেছিল সিপিএম। সেই কারণে মঞ্চের দিক ঘুরিয়ে এমনভাবে করা হয়েছিল যাতে মানুষের চোখের ভ্রম হয়। কিন্তু সেই কারিকুরিও ধরা পড়ে গিয়েছে। আসল উদ্দেশ্য ছিল ৩৪ বছরের কালো কারনামার উপর প্রলেপ দেওয়া। তা করতে গিয়ে উলটে বিজেপির বিরুদ্ধে একটিও শব্দ উচ্চারণ করেনি। যত আক্রমণ রাজ্যের শাসকদলকে। প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওই কথা, বিজেপি-সিপিএম ভাই-ভাই। সামাজিক মাধ্যমে বিস্তর হাঁকডাক আসলে বিগ জিরো।

শহরের অটো রুটের তথ্য এবার মিলবে বন্ধু অ্যাপে

প্রতিবেদন : শহরের মানুষকে মুহূর্তে সবরকম পরিষেবা দেওয়ার জন্য নিরলস কাজ করে কলকাতা পুলিশ। দীর্ঘ বহুবছর ধরে নাগরিকদের সুবিধার্থে লালবাজারের 'বন্ধু' অ্যাপ অনলাইনেই মানুষের অনেক সমস্যার সমাধান করছে। এবার শহরের বাসিন্দারা অনলাইনেই ওই অ্যাপের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন কলকাতার বিভিন্ন রুটের অটো সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য। এর জন্য শহরের সমস্ত ট্রাফিক গার্ডকে অটো নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন জানতে চেয়ে তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছে লালবাজার। কলকাতার কতগুলি রুটে ঠিক কতগুলি অটো চলে, তাদের ভাড়া কত ইত্যাদি তথ্য জানতে চেয়েছে কলকাতা পুলিশের সদর দফতর। সেইসব তথ্য আপলোড করা হবে কলকাতা পুলিশের সহায়ক অ্যাপ 'বন্ধু'তে। শহরের মানুষ চাইলেই সেখান থেকে বিভিন্ন অটো রুটের তথ্য জানতে পারবেন। কলকাতা পুলিশের কাছে শহরে প্রতিনিয়ত অটো দৌরাত্ম্যের অভিযোগ আসে। অটোচালকের বিরুদ্ধে হামেশাই দুর্ব্যবহার, নিয়ম ভেঙে বেশি যাত্রী নেওয়া, তারস্বরে গান বাজানো কিংবা ইচ্ছেমতো ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। তাই এবার অটো দৌরাত্ম্য রুখতে পরিকল্পনা নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। বন্ধু অ্যাপের মাধ্যমে শহরের অটো সম্পর্কিত তথ্য সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। পুলিশকর্তাদের মতে, মানুষের হাতে তথ্য থাকলে আর রাত বাড়লে বেশি ভাড়া হাঁকতে পারবেন না অটোচালকরা।

বিজেপি মুখপাত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের চন্দ্রিমার

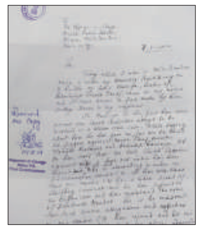

প্রতিবেদন : সন্দেশখালি-কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে সোশ্যাল মিডিয়ায় মন্তব্য করে বিপাকে অমিত মালব্য। বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে এবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। রবিবার তাঁর বিরুদ্ধে নিমতা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন চন্দ্রিমা দেবী। রাজ্যের মন্ত্রী অভিযোগপত্রে লিখেছেন, সোশ্যাল মিডিয়ার মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে বিজেপি নেতার মন্তব্যে শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। তাই অমিত মালব্যর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। সন্দেশখালি ইডির অভিযান নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে অনুব্রত মণ্ডল এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দিয়ে মন্তব্য করেছিলেন অমিত মালব্য। এই ট্যুইটের প্রেক্ষিতেই থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

■ পূর্বাঞ্চল লিট্টি চোখা ভোজ উৎসবের উদ্বোধনে মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ, শক্তি সিং, কৃষ্ণপ্রতাপ সিং-সহ অন্যান্যরা। রবিবার পোস্তায়। — শুভেন্দু চৌধুরী

বিজেপি মিথ্যাচার করে

(প্রথম পাতার পর)

একে বলে ইনসাফ। কানে শুনে নয়, চোখে দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন। তিনি বলেন, বিজেপি সবকা সাথ, সবকা বিকাশের কথা বলে। তার আদর্শ উদাহরণ হল ডায়মন্ড হারবার। বার্ধক্যভাতার কথা তিনি উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন আপনাদের মুখের হাসি পড়তে দেব না। রাজ্য সরকার বার্ধক্যভাতা দিতে না পারলেও আমি যতদিন বাঁচব ততদিন দিয়ে যাব। সেইসঙ্গে তিনি যোগ করেন, আগামী দু'-তিন মাস অপেক্ষা করব। তারপর কেন্দ্রীয় সরকার যদি ১০০ দিনের টাকা না দেয়, কীভাবে সেই টাকা ব্যবস্থা করতে হয় আমি জানি। ডায়মন্ড হারবারে ৬৬ হাজার মানুষ আছেন যাঁরা ১০০ দিনের কাজ করেন। প্রয়োজনে তাঁদের টাকার ব্যবস্থা করে আমি এই কাজটা শুরু করব।

এদিন তৃণমূলের নবীন-প্রবীণ আলোচনা নিয়ে স্পষ্ট বক্তব্য জানিয়েছেন অভিষেক। তাঁর কথায়, এই জল্পনার কোনও অবকাশই নেই। যতদিন বাঁচব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি বুকে নিয়ে আর তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়েই পথ চলব। এর আগেই দল আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে আমি তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছি। ২০২৪-এও দল যা দায়িত্ব দেবে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। এরপরই তাঁর সংযোজন, ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ হিসেবে এই লোকসভাতে আমার কিছু দায়-দায়িত্ব আছে। দল আমাকে প্রার্থী করলে আমাকে তো নিজের কেন্দ্রে সময় দিতে হবে। যে যত বড় নেতাই হোন না কেন, তাঁকে তাঁর কেন্দ্রে সময় দিতে হবে। সেখানকার মানুষের পাশে থাকতে হবে।

রবিবারও কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে সরব ছিলেন অভিষেক। বিজেপির বিরুদ্ধে জোরদার লড়াইয়ের বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, কাজের নিরিখে দেশের মধ্যে এক নম্বর লোকসভা ডায়মন্ড হারবার। মানুষের সমর্থনের নিরিখেও ভারতের এক নম্বর হবে ডায়মন্ড হারবার। তাঁর কথায়, ভোটের ময়দানে বিরোধীদের সঙ্গে দেখা হবে। সেদিন বুঝিয়ে দেব লড়াই কাকে বলে। ডায়মন্ড হারবারবাসীর প্রতি তাঁর বার্তা, গতবার জয়ের ব্যবধান ছিল ৩ লাখ। এবার তা ৪ লাখ করতে হবে। আপনারা শুধু আশীর্বাদ করুন, বাকিটা বুঝে নেব। পঞ্চায়েতেও কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট হয়েছিল। ২০২১-এও হয়েছিল বাহিনী দিয়ে। বিজেপি কিছুই করতে পারেনি। ২০২৪-এও দাঁত ফোটাতে পারবে না। কারণ, কাজের নিরিখে আমি মানুষের সমর্থন চাইব। কিন্তু বিজেপির এখানে ভোট চাওয়ার কোনও অধিকার নেই।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
8 January, 2024 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

সর্বনাশা বিজেপির বিরুদ্ধে আরও সক্রিয় হওয়ার ডাক

সংবাদদাতা, কোচবিহার : রাজ্যের মানুষের সর্বনাশ করতে নেমেছে বিজেপি। কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের কথা বলে উসকানি দিচ্ছে। এই সর্বনাশা বিজেপির বিরুদ্ধে পঞ্চায়েতের বুথ নেতাদের আরও সক্রিয়ভাবে মাঠে নামতে হবে। রবিবার কোচবিহারের চকচকা জনসভা থেকে এমনই বার্তা দিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। ছিলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, বিধায়ক জগদীশ বসুনিয়া, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, সহকারী সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ, প্রাক্তন মন্ত্রী হিতেন বর্মন, বিনয়কৃষ্ণ বর্মন প্রমুখ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের কথা তুলে ধরতে হবে গ্রামে গ্রামে গিয়ে। জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ জানান, দীর্ঘদিন থেকে এলাকায় উন্নয়ন চলছে। যার এলাকায় যা উন্নয়ন প্রয়োজন তা সরাসরি জানাবেন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ এই জনসভায় বলেন, ফরওয়ার্ড ব্লকের যিনি এই এলাকার বিধায়ক ছিলেন তাঁর বাড়ির সকলের চাকরি হয়েছে। রাজ্যসভার বিজেপির সাংসদ অনন্ত মহারাজ প্রাসাদ বানিয়েছেন। সেই ভণ্ড রাজার প্রাসাদ ভাঙতে হবে। এখন তিনি দিল্লিতে রাজ্যসভার সদস্য হয়ে রাজবংশীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলেন না। যিনি বিজেপির সাংসদ, সেই নিশীথ প্রামাণিক কোনও উন্নয়ন করেননি। কোনও এলাকায় কোনও ব্লকে কখনও যাননি। বিজেপির সরকার এলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাবেন না বাংলার মায়েরা। মহিলাদের আরও বেশি লড়াই করতে হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, বিজেপি রাজবংশী মানুষের ভাল চায় না, মানুষের জন্য ভাল কোনওদিন করবে না তারা। একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার রাজবংশী মানুষের কথা ভেবেছেন। তাই এই এলাকায় ৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বীর চিলারায়ের মূর্তি তৈরি হয়েছে। আরও সব জাতির জন্য উন্নয়নের কাজ করে চলেছেন।

মঞ্চে উপস্থিত উদয়ন গুহ, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, অভিজিৎ দে ভৌমিক প্রমুখ।

পিএফ সমাধানে

■ চা-বাগান শ্রমিকদের পিএফ সমস্যা সমাধানে লাগাতার লড়ছে আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত চা-বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন। শুক্রবার নকশালবাড়ির আশাপুর চা-বাগানে তৃণমূল চা-বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে পাট্টা, পিএফ ও গ্র্যাচুইটি সহ বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে বৈঠক হয়। ছিলেন আইএনটিটিইউসির দার্জিলিং জেলা সমতলের সভাপতি নির্জল দে, জেলা সম্পাদক লোদীন রায়, ইউনিট সভাপতি পুষা ওরাওঁ, সম্পাদক অজয় খেরওয়ার প্রমুখ।

বাসস্ট্যান্ডে দেহ উদ্ধার

■ শিলিগুড়ি জংশন বাসস্ট্যান্ডে উদ্ধার হল অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির দেহ। ঘটনাকে ঘিরে শোরগোল পড়েছে বাসস্ট্যান্ড চত্বরে। রবিবার সকালে দেহটি উদ্ধার হয়। ঘটনাস্থলে প্রধাননগর থানার পুলিশ পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। বাসস্ট্যান্ডে আশ্রয় নিয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। গত কয়েকদিন ধরেই বাসস্ট্যান্ডেই তাঁকে থাকতে দেখা গিয়েছে। পুলিশ পৌঁছে ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে।

বাংলা মোদের গর্ব

■ রাজ্যের উদ্যোগে আলিপুরদুয়ারে শুরু হল বাংলা মোদের গর্ব। রবিবার এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে থাকছে বহু চমক। রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রাজ্যের উদ্যোগে প্রতিটি জেলায় চলছে এই অনুষ্ঠান।

পর্যটনকেন্দ্রেও শ্রমিক স্বার্থে বিশেষ উদ্যোগ রাজ্যের

প্রতিবেদন : বকখালি, দিঘার পর এবার দার্জিলিং। শ্রমিকদের জন্য হল হলিডে হোম। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শ্রম দফতরের উদ্যোগে পর্যটনকেন্দ্রেও শ্রমিক স্বার্থে এই বিশেষ উদ্যোগ রাজ্যের। নাম অবসারিকা। দেখভালের দায়িত্বে পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ পর্যদ। মাত্র ১০০ টাকায় প্রান্তিক শ্রমিকরা সুন্দরভাবে অবসর কাটাতে পারবেন অবসারিকায়। রবিবার দার্জিলিংয়ের জলাপাহাড়ে নবনির্মিত এই হলিডে হোমের উদ্বোধন করেন শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। ছিলেন মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক এবং পশ্চিমবঙ্গ নির্মাণকর্মী কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারম্যান ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। ঋতব্রত বলেন, শ্রমিকদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অভাবনীয় ভাবনা। উদ্যোগ নিয়েছে শ্রম দফতর। চলতি মাসের ১৫ তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে বুকিং। এটি ব্রিটিশ আমলের একটি বাড়ি। শ্রম দফতরের কাছে ছিল। এরপর সেটিকে নবরূপে নির্মাণ করে শ্রমিকদের স্বার্থে তৈরি করা হয়েছে। ৬০টি শয্যা বিশিষ্ট এই হলিডে হোম। ১৩টি ঘর আছে। তার মধ্যে দুটি ডরমেটরি। একটি ৮ শয্যার এবং অন্যটি ৬ শয্যার ডরমেটরি। এছাড়াও ডবল বেড এবং ত্রিপল বেড রুমও রয়েছে। সাধারণ মানুষও এই হলিডে হোম বুক করতে পারেন। তবে তাঁদের ক্ষেত্রে ভাড়া অন্য। মূলত নথিভুক্ত শ্রমিকরা অগ্রাধিকার পাবেন। তাঁদের জন্য প্রতি শয্যা পিছু ভাড়া ১০০ টাকা। এখানে থাকছে সমস্তরকমের আধুনিক সুবিধা।

উদ্বোধনে মন্ত্রী মলয় ঘটক, ঋতব্রত বন্দোপাধ্যায়, বুলুচিক বরাইক।

চোখের আলোয় কর্মসূচি

প্রতিবেদন : শ্রম দফতরের উদ্যোগে চা-বলয় জুড়ে চলছে চোখের আলোয় কর্মসূচি। রবিবার হল রংলী রংলীতে। ছিলেন মন্ত্রী মলয় ঘটক, পশ্চিমবঙ্গ নির্মাণকর্মী কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারম্যান ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, আইএনটিটিইউসির দার্জিলিং জেলা সমতলের সভাপতি নির্জল দে। এ-নিয়ে মোট ১৬৯টি চা-বাগানে ৮৯টি শিবির হল।

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে

প্রতিবেদন : বিজেপি ছেড়ে কোচবিহার ১ ব্লকের বুথ সম্পাদক কাজল দত্ত সহ বুথ কমিটির সদস্যরা বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। তাদের হাতে দলের পতাকা তুলে দিলেন জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক ও জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ। তৃণমূল কংগ্রেসের যুব নেতা সায়নদীপ গোস্বামী বলেন, বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন যোগদানকারীরা।

৪ রাস্তার শিলান্যাস ও ৩ গ্রামীণ হাসপাতালের শয্যাবৃদ্ধি

হরিরামপুর

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : রবিবার ছুটির দিনে হরিরামপুরে উন্নয়নের জোয়ার। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর ব্লকে একসঙ্গে ৪টি রাস্তার নির্মাণকাজের শিলান্যাস করলেন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। পাশাপাশি, হরিরামপুর গ্রামীণ হাসপাতাল, কুশমণ্ডি গ্রামীণ হাসপাতাল এবং তপন গ্রামীণ হাসপাতালে শয্যা বৃদ্ধির কথাও ঘোষণা করেন তিনি। এদিন তিনি ২ কোটি ৪৬ লক্ষ ব্যয়ে সৈয়দপুর পিএইচই মোড় থেকে কিচিপুকুর পর্যন্ত ২ কিমি, ১ কোটি ৮০ লক্ষ ব্যয়ে নয়াপাড়া থেকে হাটখোলা পর্যন্ত ২ কিমি, ২ কোটি ৭১ লক্ষ ব্যয়ে ইটাখোর মোড় থেকে বাগবাড়ি মোড় পর্যন্ত ৩ কিমি এবং ২ কোটি ৫৯ লক্ষ ব্যয়ে কোকিলমোড় থেকে করঞ্জাবাড়ি পর্যন্ত ৩ কিমি রাস্তা নির্মাণকাজের শিলান্যাস করেন মন্ত্রী বিপ্লব। পাশাপাশি, অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে তিনি সৈয়দপুরের বালিহাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে পরিণত করার কথা ঘোষণা করেন। এছাড়াও ৩০ শয্যা বিশিষ্ট হরিরামপুর গ্রামীণ হাসপাতাল, কুশমণ্ডি গ্রামীণ হাসপাতাল ও তপন গ্রামীণ হাসপাতালকে ৬০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল করা হবে বলেও জানান বিপ্লব। হরিরামপুরের মানুষ দীর্ঘদিন ধরেই এই রাস্তাগুলি নির্মাণের দাবি জানিয়েছে। অনুষ্ঠানে বিপ্লব বলেন, বিগত ৫ বছরে যে রাস্তাগুলি হয়নি সেই রাস্তাগুলি আমি হরিরামপুরে করতে শুরু করেছি। এলাকার উন্নয়নে মন্ত্রীর কাজের গতিতে খুশি হরিরামপুরের সাধারণ মানুষ।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রানাঘাট শহরে নিয়ন্ত্রণ হারাল অটো। গাড়ির হাতল ঢুকে গেল পথচারীর পেটে। গুরুতর জখম পথচারীর নাম বাপি পাল। তাঁকে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতাল ও পরে কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে

আমার বাংলা
8 January, 2024 • Monday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথেই অগ্রগতি

মেয়েদের স্বনির্ভরতার দৃষ্টান্ত সবলা মেলা

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : মেলার ময়দানে জেলার স্বনির্ভর দলের হাতে তৈরি হস্তশিল্প দেখে খুশি পুরুলিয়া জেলা পরিষদ সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো ও পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু। শুক্রবার থেকে মেলা শুরু হয়েছে শহরের জিইএল চার্চ ময়দানে। চলবে ১১ জানুয়ারি অবধি। জেলাশাসক ড. রজত নন্দা জানিয়েছেন, মেলায় এবার স্বনির্ভর মহিলা দলগুলির ৩১টি স্টল রয়েছে। অন্যান্য স্টল ৫টি। প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা থেকে রাত সাড়ে আটটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলে। জেলার লোকপ্রসার প্রকল্পে তালিকাভুক্ত শিল্পীরা অনুষ্ঠান করছেন। রবিবার নিবেদিতা মাহাতো বলেন, সবলা মেলা মহিলাদের দক্ষতা প্রকাশের মেলা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুনির্দিষ্ট উদ্যোগে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে মহিলারা স্বনির্ভর হয়েছেন। পুরুলিয়া এমনিতেই মহিলাদের শিল্পরচনার জেলা। এখানে শবরদের কাশ দিয়ে তৈরি শৌখিন জিনিসপত্র বিশ্ব বাংলা স্টলেও পাওয়া যায়। বহু মহিলা অবসর সময়ে খেজুর পাতার চাটাই তৈরি করেন। মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর দলের মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এখন তাঁরা খেলনা, ব্যাগ, গয়না তৈরি করছেন। মাশরুম চাষ,আচার, সস তৈরি করছেন। মন্ত্রী সন্ধ্যারানী বলেন, নারীদের আর অবলা বলে উপেক্ষা করা যাবে না। স্বনির্ভর দলের মহিলাদের হস্তশিল্প বিক্রয়ে সরকার সহায়তা করে। ফলে জেলায় লক্ষাধিক মহিলা এখন নিজস্ব উপার্জনের পথ খুঁজে পেয়েছেন।

পুরুলিয়া সবলামেলায় মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু ও সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো।

উৎসবের রেশ কাটলেই তৃণমূলের প্রচারে ঝড়

আহমদপুরে বিধায়ক অভিজিৎ

সংবাদদাতা, সিউড়ি : শিয়রে লোকসভা নির্বাচন। সংগঠনের কাজ গুছিয়ে নিতে ময়দানে নেমে পড়লেন বীরভূমের লাভপুর বিধানসভার বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ। রবিবার লাভপুর বিধানসভার আহমদপুরে লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের পথনির্দেশিকা পৌঁছে দিতে তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে বুথ সম্মেলন করলেন। অভিজিৎ ছাড়াও ছিলেন সাংসদ অসিত মাল, অঞ্চল এবং ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব। অভিজিৎ কর্মীদের উদ্দেশে বার্তা দেন, আসন্ন গঙ্গাসাগর এবং জয়দেব মেলা শেষ হলেই একপ্রকার লোকসভা নির্বাচনের বাজনা বেজে উঠবে। উৎসবের মরশুম শেষ হলে কর্মীদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমুখী প্রকল্পের সাফল্যের খতিয়ান নিয়ে। প্রত্যেকটি অঞ্চলে গিয়ে একশো দিনের কাজের সঙ্গে জড়িত মানুষদের বোঝাতে হবে বিজেপি ক্ষমতা পায়নি বলে গায়ের জোরে মানুষের প্রাপ্য ১০০ দিনের বকেয়া আটকে রেখেছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাওনা টাকার দেওয়ার দাবি জানিয়ে এসেছেন। একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই ছিনিয়ে নিয়ে আসতে পারেন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কাছ থেকে। লোকসভা নির্বাচনে বীরভূমের দুটি লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়ী হবে, দাবি করলেন অসিত মাল।

নিজেকে বাঁচাতেই গদ্দার বিজেপিতে

সংবাদদাতা, চন্দ্রকোণা : সারদা-নারদা থেকে বাঁচতেই গদ্দার অধিকারী তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে গিয়েছে, চন্দ্রকোণা রোডে জনসভায় এসে বললেন জয়প্রকাশ মজুমদার। রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা রোডে কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেস এক জনসভার আয়োজন করে। জনসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে বাংলা জুড়ে উন্নয়ন করে যাচ্ছেন, তার সবিস্তার উল্লেখ করেন জয়প্রকাশ।

চন্দ্রকোণা রোডে জনসভায় বক্তা জয়প্রকাশ মজুমদার।

বিএসএফের অত্যাচারের প্রতিবাদে

সংবাদদাতা, বহরমপুর : সীমান্তে চাষের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ সাগরপাড়ায়। রবিবার সকালে। স্থানীয় চাষীরা রাস্তার ওপর বেঞ্চ পেতে, বাঁশ দিয়ে ঘিরে অবরোধ করেন। ফলে জলঙ্গী-শেখপাড়া রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। সমস্যায় পড়েন পথচলতি মানুষ। প্রায় এক ঘণ্টা চলে অবরোধ। কমথুরা, সিংপাড়া ইত্যাদি সীমান্তবর্তী এলাকার চাষীদের অভিযোগ, বিভিন্ন অছিলায় বিএসএফ জওয়ানরা সীমান্তের জমিতে চাষের কাজে যেতে বাধা দেয়। এন্ট্রি দিতেও দেরি করে। পাশাপাশি মৎস্যজীবীদের নদীতে নামতে দেওয়া হয় না। ফলে মৎস্যজীবীদের সমস্যা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে এভাবে হয়রানির প্রতিবাদেই এই পথ অবরোধ। আমরা সমাধান চাই। পরে সাগরপাড়া থানার পুলিশ বিএসএফ আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে অবরোধ ওঠে।

পৌষপার্বণে এখনও ঢেঁকি চলে সুতি বংশবাটি গ্রামে

কমল মজুমদার ● জঙ্গিপুর

কথায় বলে ‘ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে’। পুরাণেও দেবর্ষি নারদের বাহন হিসেবে ঢেঁকির উল্লেখ পাওয়া যায়। আর অকর্মণ্য, অকেজো মানুষদের ‘অকম্মার ঢেঁকি’ বলার রেওয়াজ তো রয়েছেই। যদিও একটা সময় এই ঢেঁকিই ছিল বাংলার গ্রাম্যজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। ঢেঁকিশালে ঢেঁকির সুখনিদ্রার জো ছিল না। দিনভর কৃষিনির্ভর গ্রামের মহিলা-পুরুষেরা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে পালা করে ঢেঁকিতে ‘পাহার’ দিয়ে ধান থেকে চাল ও অন্য শস্য ভানতেন। ঢেঁকির শব্দে মুখরিত হত এপাড়া-ওপাড়া। ডাকাতদের কাছে অবশ্য ঢেঁকি ছিল অস্ত্র। তা দিয়ে দরজা ভাঙত তারা। মহুয়া, শাল, বাবলা, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি শক্ত কাঠ দিয়ে ঢেঁকি তৈরি হত। কাঠের টুকরোর আগায় লোহার বেড় পরানো হত। বলা হত ‘মুষল’। মাটিতে তৈরি গর্তটিকে বলে ‘গড়’।

মেশিন চলে আসায় ঢেঁকির দিন গিয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার সুতির কিছু কিছু এলাকায় এখনও সেই ঐতিহ্য বজায় রয়েছে। পৌষপার্বণ এলেই সেই ঢেঁকির কথা মনে পড়ে যায়। বংশবাটি গ্রামে পিঠের চালগুঁড়ো করার ছবি ধরা পড়ল। দেখা গেল, জনা কয়েক মহিলা ঢেঁকিতে পিঠের চাল গুঁড়ো করছেন। গ্রামবাসী সোমা চৌধুরী বলেন, ‘আমরা এখনও এই ঢেঁকিতেই পৌষপার্বণে পিঠের চাল গুঁড়ো করি।

জেলা মহিলা ফুটবল

আন্তঃজেলা মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে জয়ী হল বীরভূম জেলা মহিলা ফুটবল দল। রানার্স উত্তর চব্বিশ পরগনা মহিলা ফুটবল দল। এই প্রতিযোগিতা হয় উত্তর চব্বিশ পরগনার আগরপাড়া ফুটবল ময়দানে। বীরভূম জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি বদরুদ্দোজা শেখ জানান, জেলা মহিলা ফুটবল দলের মল্লিকা মিত্র এবং রুমা থান্ডার একটি করে গোল করেন। বীরভূম ২-১ গোলে উত্তর চব্বিশ পরগনাকে হারায়। মোট বারোটি দল অংশ নিয়েছিল।

জারিকেনভর্তি বোমা

অবশেষে আউশগ্রামের ভুঁয়েরা গ্রামে চাষজমি লাগোয়া ঝোপে রাখা জারিকেন থেকে সাতটি বোমা উদ্ধার করল সিআইডি বোম ডিসপোজাল স্কোয়াড। পরে সেগুলি নিষ্ক্রিয় করা হয়। শনিবার চাষের জমি লাগোয়া ঝোপে জারিকেনভর্তি বোমা দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন স্থানীয়রা। পুলিশ খবর দেয় সিআইডি বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডকে। রবিবার দুর্গাপুর থেকে সেই দল এসে পাশের একটি ফাঁকা মাঠে নিষ্ক্রিয় করে।

বার্ষিক ক্রীড়া

নলহাটির ভদ্রপুরের আকালিপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘের উদ্যোগে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয় আকালিপুর কালীবাড়ি ময়দানে। ম্যারাথন দৌড়ের মাধ্যমে সূচনা করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বরুণ ভট্টাচার্য ও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। ছিলেন স্বামী বাগিশানন্দ পুরী। সঙ্ঘের অশোক মুখোপাধ্যায় বলেন, ছেলেমেয়েদের মাঠমুখী করতে ও শরীরচর্চায় আগ্রহ বাড়াতে এই উদ্যোগ।

স্কুটিতে রাখা বোমা

স্কুটিতে বোমা ভরে নিয়ে যাওয়ার সময় পথের মাঝে বিস্ফোরণ। বীরভূমের নলহাটি থানার সরধা গ্রামে। রবিবার বেলা ১১টা নাগাদ, গ্রামের পেট্রল পাম্পের কাছে। বোমাফাটার শব্দে চমকে ওঠেন পথচারীরা। যন্ত্রণায় কাতরাতে দেখা যায় দুজনকে। দুজনের কাছেই পাওয়া গিয়েছে বিস্ফোরক ও আগ্নেয়াস্ত্র। স্কুটিতে করে বোমা নিয়ে যাচ্ছিল ওরা। ধৃত মুকুলেশউদ্দিন শেখ ওরফে রকি ও রিয়াজ শেখ।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
8 January, 2024 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

তীব্র ক্ষোভ উগরে দল ছাড়লেন বিজেপি নেতা, যোগ তৃণমূলে

সংবাদদাতা, কোচবিহার : কোচবিহার জেলাতেও ভাঙন বিজেপিতে। তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে দল ছাড়লেন বিজেপির কোচবিহার জেলা সম্পাদক জয়দীপ ঘোষ। রবিবার যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। জেলার দলীয় কার্যালয়ে এদিন তাঁর হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তুলে দেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ ও তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, বিজেপিতে থাকলেও মন থেকে তিনি এই দলের সঙ্গে ছিলেন না। তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাজে জয়দীপ ঘোষকে কাজে লাগানো হবে। জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক জানিয়েছেন, দিনহাটায় ফিরে দলের নেতৃত্ব ও কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে আগামিকাল থেকেই সাংগঠনিক কাজ শুরু করবেন জয়দীপ ঘোষ। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, বিজেপি নেতার এই দলত্যাগে গেরুয়া শিবিরকে ধাক্কা খেতে হবে লোকসভা নির্বাচনে।

দলীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন উদয়ন গুহ। রয়েছেন অভিজিৎ দে ভৌমিক।

রাতবিরেতে বাড়িতে গিয়ে তৃণমূল নেতার ওপর হামলা

সংবাদদাতা, কালনা : রাতের অন্ধকারে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য অমলকুমার দাসকে খুনের চেষ্টা করল বিজেপি-আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। অমল হাটকালনা পঞ্চায়েতের শালিপুর সংসদের তৃণমূল সদস্য। অভিযোগ উঠল বিদ্যুৎ দেবনাথ ও নস্কর মালিক নামে দুই বিজেপি-আশ্রিত দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। অমলের অভিযোগ, শনিবার রাত ১১টা নাগাদ দরজার সামনে এসে দুষ্কৃতীরা ডাকাডাকি করছিল। সদর দরজা খুলতেই অতর্কিতে তারা তাঁর উপর চড়াও হয়। বিদ্যুৎ দেবনাথ একটি ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে আঘাত করে। যন্ত্রণায় চিৎকার করতেই স্থানীয়রা ছুটে এলে নস্কর মালিক পালিয়ে গেলেও বিদ্যুৎকে ধরে ফেলেন স্থানীয়রা। কালনা থানার পুলিশ এসে গ্রেফতার করে। খুনের চেষ্টার ধারায় মামলা রুজু করে ধৃতকে রবিবার কালনা আদালতে তোলা হয়। কালনার বিধায়ক তথা দলের মুখপাত্র দেবপ্রসাদ বাগ জানান, লোকসভা ভোট যত এগিয়ে আসবে এলাকা দখলে মরিয়া বিজেপি-আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তত তৃণমূলের সৈনিকদের উপর এভাবে আক্রমণ চালাবে। ওরা জানে ওদের সঙ্গে লোকজন নেই তাই মরিয়া হয়ে এসব করছে।

বিরোধীদের হাতে খুন হলেন তৃণমূল নেতা সত্যেন চৌধুরী

সংবাদদাতা, বহরমপুর : রাজ্যে ফের বিরোধী দলের সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা। গুলিবিদ্ধ তৃণমূল নেতা সত্যেন চৌধুরীর মৃত্যু হল। অভিযোগের তির বিরোধী-আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে। রবিবার দুপুরে প্রকাশ্য দিবালোকে বহরমপুরের চালতিয়া এলাকায় তাঁর

নির্মীয়মাণ বাড়ির কাছে তিন যুবক ভাকুরির দিক থেকে মোটরবাইকে এসে সত্যেনকে লক্ষ্য করে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ সত্যেনকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। সত্যেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তাঁকে হাসপাতালের মর্গে দেখতে আসেন জেলা তৃণমূল সভাপতি অপূর্ব সরকার, মুর্শিদাবাদ সাংসদ আবু তাহের খান, বহরমপুর পুরপ্রধান নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়, তৃণমূল বিধায়ক, নেতা ও কর্মীরা।

শিক্ষা-সেমিনার

সংবাদদাতা, বহরমপুর : শিক্ষাবিষয়ক সেমিনার বহরমপুরে। শনিবার দুপুরে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন ও বিদ্যালয় পরিদর্শক শাখা মুর্শিদাবাদ জেলা ইউনিটের উদ্যোগে। বহরমপুর গ্র্যান্ড হলে। আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা করলেন খরগ্রামের বিধায়ক তথা মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সংসদের চেয়ারম্যান আশিস মার্জিত। অতিথিদের স্বাগত ভাষণ এবং উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে প্রথম পর্যায় শুরু হয়। আশিস জানালেন, শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব আর বিপ্লবে ঘটে মুক্তি। বিদ্যালয় পরিদর্শকমণ্ডলীকে জানালেন, খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কোনওরকম ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলে তার সমাধান করব। আশিস ছাড়াও ছিলেন বিধায়ক রবিউল আলম চৌধুরি, অমরকুমার শীল, দেবাশিস সেনগুপ্ত প্রমুখ।

রক্তদান শিবির

প্রতিবেদন : প্রাইমারি স্কুলের উদ্যোগে কচিকাঁচাদের আহ্বানে রক্ত দিলেন অভিভাবকরা। নজিরবিহীন ঘটনা উত্তর ২৪ পরগনার শাসনের সন্ডালিয়া গ্রামে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্যোগে ও

গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় এই প্রথম রক্তদান শিবির হল, রবিবার। স্কুলের কচিকাঁচারাই তাদের বাবা-মাকে রক্তদানের অনুরোধ করে।

মাধ্যমিক নিয়ে প্রস্তুত পর্ষদ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : রাজ্যে সুষ্ঠুভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষা নিতে প্রস্তুত পর্ষদ। মনিটরিং টিম পরীক্ষা কেন্দ্রের সবরকম ত্রুটি বিবেচনা করে তা নিয়ে সমস্যা সমাধান করতে বদ্ধপরিকর। সকলে যাতে ভালভাবে পরীক্ষা দিতে পারে সেই ব্যবস্থা করা হবে। জানালেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। শনিবার উত্তর দিনাজপুর জেলায় বৈঠক করেন তিনি। এদিন রায়গঞ্জের কর্ণজোড়া অডিটোরিয়ামে প্রশাসনিক বৈঠক করেন। এদিন প্রশাসনিক আধিকারিকদের পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে আলোচনা করেন পর্ষদ সভাপতি। বৈঠক শেষে এদিন তিনি জানান, কিছু ছাত্রছাত্রীর মাধ্যমে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে পরীক্ষার ঘর থেকে। কিন্তু এর জন্য বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা কেউ ভাবেন না। পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল যাতে কোনওভাবেই পরীক্ষার্থীরা আনতে না পারে সে-বিষয়ে সজাগ হতে হবে অভিভাবকদেরও। এবছর থেকে প্রশ্নপত্রে কোডিং-এর ব্যবস্থা থাকছে। প্রতিটি পাতায় এমবেডেড থাকছে সেই কোড। ছবি তোলামাত্রই তার মাধ্যমে জানা যাবে কার মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁস হল। এরপর বাতিল করা হবে সেই পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা। এছাড়াও যাতায়াত ব্যবস্থা আরও উন্নত করার চেষ্টা চলছে। প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রে থাকছে সিসিটিভি ক্যামেরা। ফলে ভালভাবেই জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা দিতে পারবেন সকল পরীক্ষার্থী।

রাস্তার শিলান্যাস

প্রতিবেদন : উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখরের সূর্যপুর পঞ্চায়েতের লালগঞ্জ হাইস্কুল থেকে হারা মোড় পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তার নির্মাণকাজের শিলান্যাস করা হল রবিবার। এদিন এই শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনোয়ার আলম সহ অন্যান্যরা। উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের বরাদ্দকৃত প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা ব্যয়ে এই তিন কিলোমিটার রাস্তা নির্মিত হবে।

পথশ্রীর কাজ

প্রতিবেদন : রাজ্য সরকার গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতেও উন্নত রাস্তাঘাট তৈরি করতে বদ্ধপরিকর। চলছে পথশ্রী রাস্তাশ্রীর কাজ। নতুন বছরের শুরু থেকেই কাজের উদ্বোধন চলছে। উন্নত মানের পেপার ব্লক কংক্রিটের রাস্তায় কাজের উদ্বোধন করা হল রবিবার। এদিন বিকেলে ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেনের উদ্যোগে রাজ্যের আর্থিক তহবিলে এদিন ইটাহার থানার দুর্লভপুর অঞ্চলের সোনাপুর সংসদের এলাকার তিন কিলোমিটার রাস্তার কাজের উদ্বোধন হয়। দুই কোটি টাকা ব্যয়ে কংক্রিটের রাস্তায় কাজের উদ্বোধন করেন মোশারফ।

ভাঙছে ট্যাবু, সাড়ম্বর কন্যাসন্তান বরণ আউশগ্রামে

সুনীতা সিং ● আউশগ্রাম

কন্যারাও যে আজকের দিনে রত্ন, তারা যে ফেলনা নয়, এই বার্তা দিতে অভিনব উদ্যোগ জঙ্গলমহল আউশগ্রামের মণ্ডল পরিবারের। হাসপাতাল থেকে লক্ষ্মীরূপী কন্যাসন্তানকে বরণ করে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে সুসজ্জিত গাড়িতে রাস্তায় পুষ্পবৃষ্টি সহযোগে নিয়ে আসা হল বাড়িতে। আসার পথে রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা পথচারী ও গ্রামবাসীদের করানো হল মিষ্টিমুখ।

কন্যাসন্তান যে ফেলনা নয়, ভালবাসা ও যত্ন নিলে তারাও কন্যারত্ন হতে পারে। তাদেরও পুত্রসন্তানের মতো ভালবাসা ও সম্মান পাওয়ার অধিকার আছে, সমাজকে এই বার্তা দিতেই এই আয়োজন বলে জানান মণ্ডল পরিবারের সদস্যরা।

জঙ্গলমহল আউশগ্রামের দেবশালা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যন্ত গ্রাম ধানতোরের মণ্ডল পরিবারের এই কর্মকাণ্ডের প্রশংসায় পঞ্চমুখ স্থানীয়রা। সদস্য কাজল ও শ্যামলী মণ্ডলরা জানান, তিন পুরুষ ধরে তাঁদের পরিবারে কোনও কন্যাসন্তান হয়নি। তাই পরিবারে লক্ষ্মীরূপী কন্যাসন্তানের আগমনে আনন্দের বান ডাকল। এই কন্যাসন্তান সম্পর্কে সমাজের অসুররূপী বদ্ধ ধারণাগুলি যাতে পরাস্ত হয় সেই ভাবনা থেকে নবজাতকের নামও রাখা হয়েছে 'ইভিকা'।

জেলা পরিষদের শিশু ও নারী কর্মাধ্যক্ষ মাম্পি রুদ্র জানান, সমাজে কন্যাসন্তান নিয়ে সাবেক ধ্যানধারণা বদলে যাচ্ছে। এখন আর শিশুকন্যাকে অবহেলার চোখে দেখা হয় না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের কন্যাশ্রী, রূপশ্রী প্রকল্প, মহিলাদের ক্ষমতায়নের বাস্তবায়ন ও সেই সঙ্গে একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামেও সরকারি উদ্যোগে কন্যাসন্তান নিয়ে লাগাতার সচেতনামূলক প্রচারের ফল আজ মিলতে শুরু করেছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গুজরাতে প্রচারে গিয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নিশানায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। বললেন, বিজেপি ডাকাতদের থেকেও ভয়ঙ্কর। জেলবন্দি চৈতার ভাসাভাকে এদিন গুজরাতের ভারুচ লোকসভা আসন থেকে আপের প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করেন কেজরি

দিল্লি দরবার

উত্তর ভারতে শৈত্যপ্রবাহ, সঙ্গে থাকবে ঘন কুয়াশাও

প্রতিবেদন : ঘন কুয়াশার সঙ্গে তীব্র ঠান্ডায় কাঁপছে রাজধানী দিল্লি সহ সমগ্র উত্তর ভারত। বাংলায় যখন পশ্চিমি ঝঞ্ঝার প্রভাবে পৌষেও বাড়ছে তাপমাত্রা, তখন শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা জারি হয়েছে সমগ্র উত্তর ভারত জুড়ে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে গিয়েছে। আবহাওয়া দফতরের মতে, আগামী দু'দিন পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থানে তীব্র ঠান্ডার পরিস্থিতি থাকবে। সেইসঙ্গে আগামী তিনদিন উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে থাকবে ঘন কুয়াশার দাপট। গঙ্গার পাড় সংলগ্ন সমতল এবং মধ্য ও পূর্বাঞ্চলে ঘন কুয়াশার কারণে রেল, যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে বিগত দুই সপ্তাহ ধরে। প্রবল শৈত্যপ্রবাহের কারণে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত স্কুল বন্ধ থাকবে ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত। নয়ডা এবং গ্রেটার নয়ডায় অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি সমস্ত স্কুল বন্ধ থাকবে আগামী ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। ইতিমধ্যেই রাজধানী এবং সংলগ্ন এলাকা জুড়ে জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা। শৈত্যপ্রবাহ ঘোষণা করা হয় যখন তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে নেমে যায় এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ৪.৫ থেকে ৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম হয়। একই সময়ে, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার নীচে নেমে গেলে শৈত্যপ্রবাহ হয়। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি এবং রাজস্থানে আগামী দুই দিন তীব্র ঠান্ডার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া বিভাগ।

মরে যাওয়াই ভাল, ভরা আদালতে মন্তব্য জেট এয়ারওয়েজ প্রতিষ্ঠাতার

প্রতিবেদন : সমস্ত আশা হারিয়ে ফেলেছেন, এর চেয়ে জেলে মৃত্যু হওয়াই ভাল। ভরা আদালতে জামিন মামলায় বিচারককে বললেন জেট এয়ারওয়েজের প্রতিষ্ঠাতা নরেশ গয়াল। আর্থিক তছরুপের মামলায় সত্তরোর্ধ্ব নরেশকে শনিবার হাজির করানো হয়েছিল মুম্বইয়ের বিশেষ আদালতে। আর সেখানেই জামিনের আবেদন করে তিনি বলেন, সমস্ত আশা হারিয়েছেন। এর চেয়ে মৃত্যু হওয়াই অনেক ভাল।

শুনানি সবেমাত্র শেষ হয়েছে, তখনও থরথর করে কাঁপছিল জেট প্রতিষ্ঠাতার শরীর। তার আগে বিচারকের কাছে চেয়ে নেন ব্যক্তিগত সময়। আদালতে কান্নায় ভেঙে পড়ে বিচারককে নরেশ গয়াল জানান, বর্তমানে তাঁর যা অবস্থা, এর থেকে জেলে মরে যাওয়াই ভাল। আদালতে জেট এয়ারওয়েজের প্রতিষ্ঠাতা আরও জানিয়েছেন, তাঁর স্ত্রী অনিতার শারীরিক অবস্থা সংকটজনক। ক্যানসারের 'অ্যাডভান্সড স্টেজ'। স্ত্রীর শারীরিক অবস্থা নিয়ে তিনি খুব উদ্বিগ্ন। তাই সবদিক বিবেচনা করে তাঁকে জামিন দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন তিনি। তবে আদালতের রেকর্ড অনুযায়ী, যে কয়েক মিনিট ব্যক্তিগত সময় চেয়েছিলেন নরেশ, সেই সময়ে তিনি নিজের পরিস্থিতি এবং স্ত্রীর শারীরিক অবস্থার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। ওই সময়ই, জেলে মৃত্যুর কথা বলেন জেট এয়ারওয়েজের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন কর্ণধার। আদালতে আরও জানান, তাঁর মেয়েও অসুস্থ। জেলের কর্মীরা তাঁকে ঠিকমতো সহযোগিতা করছেন না বলেও

অভিযোগ করেন তিনি। আদালতের রেকর্ড অনুযায়ী, নরেশ গয়ালের প্রস্রাবের সমস্যা রয়েছে। মাঝেমধ্যে প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত পড়ে। হাঁটুর সমস্যার জন্য ঠিকমতো দাঁড়াতে পারেন না। আদালতে নরেশ জানান, তাঁর স্বাস্থ্যও সংকটজনক। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হচ্ছে না। প্রসঙ্গত, ৫২৮ কোটি টাকা আর্থিক তছরুপের অভিযোগে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর হাতে গ্রেফতার হন নরেশ। গত বছরের ১ সেপ্টেম্বর তাঁকে ব্যাঙ্ক প্রতারণার মামলায় গ্রেফতার করা হয়। সেই থেকেই তিনি মুম্বইয়ের আর্থার রোড জেলে বন্দি। ২০২২ সালের নভেম্বরে নরেশের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেছিলেন কানাড়া ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। প্রতারণা এবং ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয় নরেশ, তাঁর স্ত্রী অনিতা এবং গৌরাঙ্গ শেট্টি নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে।

ডিমা হাসাও নির্বাচনে আজ নজরে তৃণমূল

প্রতিবেদন : সোমবার অসমের ডিমা হাসাও স্বশাসিত জেলা কাউন্সিলের ভোটে বিজেপির সামনে বড় চ্যালেঞ্জ তৃণমূল কংগ্রেস। ২৮টি আসনের মধ্যে ১১টিতেই এখানে প্রার্থী দিয়েছে তৃণমূল। কংগ্রেস প্রথমে সব আসনে প্রার্থী দিয়েও ৬টি আসনে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছে। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপির সামনে আত্মসমর্পণ করেছেন কংগ্রেস প্রার্থীদের একাংশ। ফলে সম্মুখ লড়াই বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের। অসম তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি রিপুন বোরা বলেন, গোটা প্রচারপর্বে সাধারণ মানুষের অপ্রত্যাশিত সাড়া মিলেছে। নির্বাচন স্বচ্ছভাবে হলে আমরা জিতব।

ডিমা হাসাওতে তৃণমূল কংগ্রেসই বিজেপির প্রধান চ্যালেঞ্জার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, মন্তব্য তৃণমূল নেত্রী সুস্মিতা দেব। তাঁর অভিযোগ, ডিমা হাসাও জেলায় ডিমাসা এবং অ-ডিমাসা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে বিভাজনের রাজনীতির

মাধ্যমে ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করছে বিজেপি।

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের কাজ এবং আদর্শ তুলে ধরে সেখানে প্রচার চালিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। ইতিমধ্যেই ছ'জন মনোনয়ন প্রত্যাহার করার ফলে কংগ্রেসের কার্যকরী আসন সংখ্যা ২২। যদিও সক্রিয় প্রচারে মাঠে ময়দানে দেখা যায়নি কংগ্রেসকে।

বিজেপি ক্ষমতায় এলে ডিমা-হাসাওকে মিনি মণিপুরের চেহারা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করেছেন সুস্মিতা দেব।

ডিমাসা জেলার এই স্বশাসিত জেলা কাউন্সিলে ২০১১ আদমশুমারি অনুযায়ী দ্বিতীয় ভাষার স্থানে রয়েছে বাংলা । মোট ১১.৮০ শতাংশ লোক বাংলা ভাষায় কথা বলেন এখানে । সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (৩২.৭২) শতাংশ মানুষ কথা বলেন স্থানীয় ডিমাসা ভাষায়। এছাড়াও হিন্দিভাষীর হার ৩.১৪ শতাংশ এবং কুকি ৫.১১ শতাংশ। মণিপুরের সংঘর্ষের কারণে কুকি সম্প্রদায় বিজেপির প্রতি ক্ষুব্ধ। অন্যদিকে হিন্দি ভাষাভাষীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। সেই তুলনায় বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা বেশি। আর সেই কারণেই সেখানে আত্মবিশ্বাসী তৃণমূল কংগ্রেস ।

তৃণমূলের মোট ১১ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩ জন কুকি সম্প্রদায়ের প্রার্থী রয়েছেন। দলের প্রাক্তন সাংসদ এবং উত্তর-পূর্বের নেত্রী সুস্মিতা দেব বলেন, আমরা এখানে মোট ২৮ আসনের মধ্যে ১১টিতে প্রার্থী দিয়েছি এবং আমরা এখানে শক্তিশালী বিরোধীর ভূমিকা পালন করতে চাইছি। যদিও কংগ্রেস ২৮ জন প্রার্থী দিয়েছিল, তবে ৬ জন মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন বিজেপির ভয়ে। বাকিরা মাঠে ময়দানে সেভাবে নেই। ফলে লড়াই হচ্ছে বিজেপি বনাম তৃণমূলের।

অ-ডিমাসা ব্যক্তিদের জন্য স্থায়ী আবাসিক শংসাপত্র (পিআরসি) ইস্যু এলাকার একটি প্রধান সমস্যা । সুস্মিতা দেব এই প্রক্রিয়া রূপায়ণে কঠোর শর্তাবলি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি পরামর্শ দেন যে, সরকার যদি অ-ডিমাসা লোকেদের পিআরসি প্রত্যাখ্যান করতে চায়, তবে তা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা উচিত।

বিচার পায়নি নেতাই

(প্রথম পাতার পর)

নেতাই গণহত্যার ১৩ বছর পূর্তিতে শহিদ তর্পণের মঞ্চ থেকে বিচার দিতে ব্যর্থ সিবিআইকে কাঠগড়ায় তুললেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার কল্যাণ বলেন, সিপিএম হার্মাদরা নেতাই-এর বুকে যে গণহত্যা চালিয়েছিল, তাতে প্রাণ গিয়েছিল ন'জনের। তাঁদের আর আমরা ফিরে পাব না। কিন্তু তাঁরা যাতে বিচার পান সেই চেষ্টা আমরা করে যাব শেষ দিন পর্যন্ত। আদালত বুঝেছিল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকার নেতাইয়ের শহিদদের সুবিচার দেবে না। তাই দেরিতে হলেও নেতাই গণহত্যায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকারের আমলেই সব থেকে বেশি গণহত্যা হয়েছিল বাংলায়। আর প্রতিটি মামলা করতে হয়েছে আমাকে। উপরওয়ালার আশীর্বাদে প্রতিটি মামলাতেই সাফল্য পেয়েছি। ১৯৯৩-এ ভিখারি পাসোয়ান মামলা দিয়ে শুরু হয়েছিল। তারপর ছোট আঙারিয়া, রিজওয়ানুর রহমান মামলা, নেতাই গণহত্যা— একটি মামলাতেও ট্রায়াল শেষ করতে পারেনি সিবিআই। নেতাই-কাণ্ডের পর কেটে গিয়েছে ১৩ বছর। এতদিনেও কেন বিচার পেল না নেতাই?

নেতাইতে শহিদ স্মৃতি তর্পণ নেতৃত্বের। রবিবার।

সিবিআইকে নিশানা করে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সিবিআই ১৩ বছরে কিছু করতে পারেনি আর কিছু করতে পারবেও না। এই মর্মে বিচারব্যবস্থাকেও একহাত নেন সাংসদ। বলেন, শুধু মানুষের কথা বলার অধিকার কেড়ে নিলেই বিচার হয় না। মনে রাখতে হবে, সংবিধান শুধু আইনের বই নয়। সাংবিধানিক অধিকার, মানুষের কথা বলার অধিকার, প্রতিবাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, এটাই ভারতের মানুষের সবথেকে বড় দুর্ভাগ্য। এদিন নেতাইয়ের মাটিতে দাঁড়িয়ে আদিবাসী উন্নয়ন নিয়েও কথা বলেন তৃণমূল সংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আদিবাসী উন্নয়ন পর্ষদ তৈরি হয়েছে, তফসিলি প্রবীণদের ভাতা প্রদান করা হচ্ছে, তফসিলিদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। বাংলার সরকার তফসিলিদের পাশে আছে, তফসিলি মানুষরাও বাংলার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের পাশে আছেন। গদ্দার অধিকারী ও বিজেপিকে নিশানা করে তিনি বলেন, বাংলার তফসিলি মানুষকে যাঁরা অপমান করেছেন, বীরবাহা হাঁসদাকে যাঁরা অপমান করেছেন, তাঁদের মানুষ ক্ষমা করবেন না।

শহিদদের খুনিরা এখন গদ্দারদের সঙ্গী

(প্রথম পাতার পর)

নন্দীগ্রামের মাটিতে ঠাঁই হবে না গদ্দারের। রবিবার নন্দীগ্রাম ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে ভাঙাবেড়ার শহিদ স্মরণসভা থেকে এই ভাষাতেই গর্জে উঠলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। শহিদ তর্পণের মঞ্চে নন্দীগ্রামের

নন্দীগ্রামে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির শহিদ স্মরণ। মঞ্চে নেতৃত্ব। রবিবার।

আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে গণতন্ত্রে ফের বিপ্লব আনার কথা বলেন তৃণমূল মুখপাত্র। তাঁর কথায়, নন্দীগ্রামে জমি অধিকার রক্ষার লড়াইয়ের ১৭ বছর পরেও শীতের সকালে এত মানুষের সমাবেশ প্রমাণ করে দিচ্ছে ক্ষত কতটা গভীর ছিল এবং কতটা দৃঢ় ছিল রাজনৈতিক বদলার সেই শপথ। এই প্রজন্মের কাছেও ২০০৭ সালের সেই ভয়াবহ সন্ত্রাসের প্রতিটি ঘটনাক্রম পরিচিত। তিনি জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জমি অধিকার আন্দোলন কাকে বলে, তা গোটা বিশ্বকে দেখিয়েছে নন্দীগ্রাম।

শহিদ স্মরণসভার আগের রাতে তাঁর নামে গো ব্যাক পোস্টার পড়েছিল এলাকায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বলেন, যতবার পোস্টার দেবে ততবার এখানে ছুটে আসব। বলব, গদ্দার অধিকারী একটা চোর, জালিয়াত, মিরজাফর, বিভীষণ, ডাকাত, রাজনৈতিক বেজন্মা। গদ্দার যাঁদের চোর বলছে, তাঁদের ক্যামেরার সামনে টাকা নিতে দেখা যায়নি। আমি এখনও মামলা লড়ছি আর তৃণমূলের মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, তোমার মতো মেরুদণ্ড বিক্রি করে অমিত শাহের জুতো চাটতে যাইনি। তিনি এদিন বিজেপির ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতিকেও তীব্র ধিক্কার জানান। তৃণমূল মুখপাত্র বলেন, যত বড় বড় কথাই শুভেন্দু অধিকারী বা বিজেপি নেতারা বলুন না কেন, নিজেদের মধ্যে কো-অর্ডিনেশন বাড়াতে পারলে নন্দীগ্রামে আবার গণতন্ত্রের বিপ্লব ঘটবে।

বিজেপিকে কার্যত চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তৃণমূল মুখপাত্র আগামী দিনে নন্দীগ্রামকে আরও একজোট হয়ে এগিয়ে চলার বার্তা দেন। মা মাটি মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে রাজ্য জুড়ে উন্নয়নের ধারাকে বয়ে নিয়ে চলেছেন তাতে সাধারণ মানুষ তাঁর পাশে আছেন। এদিকে, পায়ের তলার জমি সরেছে অধিকারী পরিবারের। তাই প্রতিহিংসার রাজনীতি, অপপ্রচার আর কুৎসাকে হাতিয়ার করে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি আর রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরির অপচেষ্টা করে চলেছেন গদ্দাররা। নন্দীগ্রামের মানুষ তার জবাব দিতে তৈরি।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাংলাদেশে যাত্রিবাহী ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রধান বিরোধী দল বিএনপির সাত সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার বেনাপোল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে আগুন লেগে যায়। তাতে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও আটজন

টানেল বিপর্যয়ে দায়ী ঠিকাদার সংস্থাকে ছাড়!

প্রতিবেদন : ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের পরও উত্তরকাশীর টানেল প্রস্তুতকারী সংস্থার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই নিতে চায় না বিজেপি সরকার! ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত। তবু গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদেই তারা অপরাধ করেও পার পেয়ে যাচ্ছে বলে মত সংশ্লিষ্ট মহলের। উত্তরাখণ্ডের টানেল বিপর্যয়ের তদন্তও তাই বিশবাঁও জলে।

অথচ পাথরের সুড়ঙ্গের মাঝে অনিশ্চিত ১৭ দিন ভয়ঙ্কর উদ্বেগ নিয়ে কাটাতে হয়েছিল নির্মাণ শ্রমিকদের। বাইরে তাঁদের সহকর্মী, উদ্ধারকারী, পরিবার-সহ গোটা দেশের মানুষও প্রতিমুহূর্তের উৎকণ্ঠা সঙ্গী করে এই দিনগুলি কাটিয়েছে। সরকারি খরচে বিদেশি ইঞ্জিনিয়ার, বিশেষজ্ঞ আনতে হয়েছে। বিপর্যয়ের পরই বেআব্রু হয়েছিল সিল্কিয়ারার টানেল নির্মাণে

এফআইআর করেনি কেন্দ্র

একাধিক দুর্নীতি ও অনিয়মের ছবি। অথচ সব ঘটনাই যেন বেমালুম ভুলে গেল কেন্দ্রীয় সরকার। ঢাকঢোল পিটিয়ে তদন্ত শুরু করেও অভিযুক্ত ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধেই কোনও এফআইআর দায়ের করা হয়নি।

নভেম্বরে উত্তরকাশীর সিল্কিয়ারা সুড়ঙ্গে আটকে পড়ে বিভিন্ন রাজ্যের ৪১ জন শ্রমিককে টানা ১৭ দিন কাটাতে হয়। দেশের কোনও প্রযুক্তি যখন তাঁদের সুড়ঙ্গ থেকে বের করে আনতে পারেনি তখন নিষিদ্ধ ব্যাটহোল মাইনিং পদ্ধতিতে তাঁদের বের করে আনেন শ্রমিকদের আরেকটি দল। সেসময় প্রকাশ্যে আসে, সুড়ঙ্গ তৈরিতে নিযুক্ত ঠিকাদার সংস্থা আদতে কোনও এসকেপ রুট না রেখেই প্রায় পাঁচ কিমি লম্বা সুড়ঙ্গ তৈরির কাজ করছিল। গোটা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর ঘটা করে বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করে কেন্দ্রের সড়ক পরিবহন ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। কিন্তু কেমন চলছিল সেই তদন্ত তা সামনে এল একটি আরটিআই-এর উত্তরের মাধ্যমে।।

অমরাবতীর অজয় বোস নামে এক ব্যক্তির করা আরটিআই-এর জবাব দেয় ন্যাশানাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড। সেই উত্তরে কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার কর্নেল প্রদীপ পাতিল স্পষ্ট জানিয়েছেন, সুড়ঙ্গ তৈরিতে যুক্ত ঠিকাদার সংস্থা নবযুগ ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর দায়ের হয়নি। যেখানে শুধু সিল্কিয়ারা নয়, নাগপুর-মুম্বই সমৃদ্ধি এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণকাজেও নিযুক্ত ছিল এই নবযুগ ইঞ্জিনিয়ারিং। সেখানে মাত্র তিনমাস আগেই ২০ জন শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যু হয়। এই তথ্য সামনে আসার পরও ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধে মুখে কুলুপ কেন্দ্রের। পরপর বিপর্যয়ের পরও কেন্দ্রের নিষ্ক্রিয়তার পিছনে গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে অভিযুক্ত ঠিকাদার সংস্থার অশুভ আঁতাত এবং দুর্নীতির অভিযোগই উঠে আসছে।

বিমানের মধ্যে হঠাৎ পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল কর্মীর

প্রতিবেদন: বিমানের ভিতর যাত্রীদের সামনেই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যু হল এক বিমানকর্মীর। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব সকলে। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বিএ-৩২ বিমানে এই মর্মান্তিক ঘটনায় বাতিল করা হয় বিমানযাত্রা।

লন্ডনের হিথরো থেকে হংকংগামী বিমানটি ছুটি শেষে কাজে ফেরা কর্মী ও পর্যটকদের ভিড়ে ঠাসা ছিল। সেখানেই যাত্রীদের দেখভালের জন্য নিযুক্ত ছিলেন ৫২ বছরের এক কর্মী। ওড়ার আগে বিমানের দরজা বন্ধ হওয়ার পরেই হঠাৎ বিপত্তি ঘটে। মাথা ঘুরে পড়ে যান ওই বিমানকর্মী। পাইলট ফার্স্টএইড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যাত্রীদের কাছে সাহায্যের অনুরোধ করেন। দ্রুত ডাক্তার ও অ্যাম্বুলেন্স ডাকেন। জীবনদায়ী ইঞ্জেকশন প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হয়নি। বিমানবন্দরের ডাক্তারদের কোনও চেষ্টার সুযোগ দেননি ওই বিমানকর্মী। তার আগেই মৃত্যু হয় তাঁর। আর তারপরেই ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ কর্তৃপক্ষ বিমানটি বাতিল করে দেয়। যাত্রীদের পরের দিনের একটি বিমানে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

মালদ্বীপ ইস্যুতে অস্বস্তি বাড়ছেই

প্রতিবেদন: মালদ্বীপে পালাবদলের পর নতুন সরকারের মাথায় চিন ঘনিষ্ঠ প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজজুর বসার পর থেকেই ভারতের সঙ্গে টানাপোড়েন শুরু। অতি সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির লাক্ষাদ্বীপ সফরের পর তা চরমে উঠেছে। কূটনৈতিক তিক্ততা বাড়ছে ভারত ও মালদ্বীপের মধ্যে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে ভারত বিরোধী অবস্থানের জন্য বহু ভারতীয় মালদ্বীপ ভ্রমণ বাতিল করে দিচ্ছেন বলে খবর। আবার পাশাপাশি ভারত বিরোধী মন্তব্য এবং মোদিকে অপমানের জন্য নিজেদের তিন মন্ত্রীকে সাসপেন্ড করতে বাধ্য হয়েছে মালদ্বীপ সরকার। যদিও তার পরেও দুদেশের সম্পর্ক দ্রুত স্বাভাবিক হবে এমন আশা করছে না কোনও মহল। ঘটনার সূত্রপাত কয়েক দিন আগে নরেন্দ্র মোদির লাক্ষাদ্বীপ সফরকে কেন্দ্র করে। লাক্ষাদ্বীপ সফরের সময় সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং বিভিন্ন সামুদ্রিক বিনোদনের ছবি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছিলেন মোদি। এর পরেই হঠাৎ করে মালদ্বীপ সরকারের ভিতর থেকে মোদি বিরোধী মন্তব্য উঠে আসতে থাকে। যদিও ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, এর পিছনে পর্যটনকেন্দ্রিক অর্থনীতি একটা কারণ।

ওপারে তারকাদের ভোট

■ রবিবার ভোট দিলেন বাংলাদেশের দুই তারকা প্রার্থী। চলচ্চিত্র জগতের তারকা ফিরদৌস ও ক্রিকেট তারকা শাকিব আল হাসান দুজনেই এবার আওয়ামি লিগের প্রার্থী। জয়ের ব্যাপারে দুজনেই আত্মবিশ্বাসী।

বিপুল ভোটে জয়ী হাসিনা

বাংলাদেশে ভোট পড়ল ৪০%, এগিয়ে শাসক দলই

প্রতিবেদন : বিএনপির ডাকা ধর্মঘট আর বিক্ষিপ্ত হিংসার মধ্য দিয়ে রবিবার শেষ হয় বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ভোটগণনার প্রবণতায় প্রত্যাশিতভাবেই এগিয়ে শেখ হাসিনার দল আওয়ামি লিগ। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার রেকর্ড ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গোপালগঞ্জ -৩ আসনে ২,৯০,৩০০ ভোটের মধ্যে হাসিনা পেয়েছেন ২,৪৯,৯৬২ ভোট। অন্যান্য বহু কেন্দ্রেই রাত পর্যন্ত এগিয়ে আছেন আওয়ামী লিগ প্রার্থীরাই।

রবিবার দুপুর ৩টে পর্যন্ত সারা দেশের ভোটকেন্দ্রগুলিতে মাত্র ২৭.১৫ শতাংশ ভোট পড়ে। প্রধান বিরোধী দল বিএনপির ভোট বয়কটও কম ভোট পড়ার অন্যতম কারণ। ভোট মিটে যাওয়ার পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজি হাবিবুল আউয়াল জানিয়েছেন, মোট ৪০ শতাংশ ভোট পড়েছে। নির্বাচন কমিশনের সচিব মহম্মদ জাহাঙ্গির আলম জানিয়েছেন, সারা দেশে মোট সাতটি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ বাতিল করা হয়েছে। জাল ভোট বা জাল ভোট দিতে সাহায্য করার জন্য ১৫ জনকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে গাজিপুরে একজন সহকারী প্রিসাইডিং অফিসারও আছেন। নতুনভাবে ভোটগ্রহণ বাতিল করা হয়েছে নরসিংদীর দুটি এবং কক্সবাজারের দুটি কেন্দ্রে। নির্বাচন কমিশনের সচিব বলেন, দু-একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে। শেষ মুহূর্তে দুজন নির্বাচনী আধিকারিক মারা গিয়েছেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। ব্যালটে সিল মারার কিছু অভিযোগ ওঠে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। শেষ মুহূর্তে একজনের প্রার্থীপদ বাতিল করা হয়।

যোগীরাজ্যে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা

প্রতিবেদন : যত কাণ্ড উত্তরপ্রদেশে। দেশ-বিদেশে অনুষ্ঠান করলেও এমন খারাপ দিন তাঁকে হয়তো কখনওই দেখতে হয়নি। কিন্তু যোগীরাজ্যে অনুষ্ঠান করতে এসে এবার বড় সমস্যায় পড়লেন সঙ্গীতশিল্পী বি-প্রাক। অবস্থা এমন হল যে শো চলাকালীন মাত্র ১ ঘণ্টার মধ্যেই গান বন্ধ করে দিলেন শিল্পী। উত্তরপ্রদেশের এটাওয়াতে গাইতে গিয়েছিলেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গায়ক। সন্ধ্যা ৭টায় অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা থাকলেও ভোর ৫টা থেকেই অনুষ্ঠানস্থলে ভিড় জমতে শুরু করে। পাঁচহাজার দর্শকসংখ্যার মাঠে প্রায় ১৫ হাজারেরও বেশি লোক জমায়েত হয়ে যায়। তারপরই শুরু হয় বেনজির বিশৃঙ্খলা। প্রবল দর্শকের চাপ সামলাতে হিমশিম খান আয়োজকরা। পাশাপাশি ভিড় সামাল দিতে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয় যোগী পুলিশ। তবে সময় যত গড়িয়েছে অনুষ্ঠানে আরও ভিড় বাড়তে থাকে। যদিও তার মাঝেই গাইতে ওঠেন বি-প্রাক। দু-তিনটে গানও গান তিনি। কিন্তু শেষমেশ পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হতে শুরু করলে মাঝপথেই গান থামিয়ে দিতে বাধ্য হন গায়ক। নেমে যান স্টেজ থেকেই। আর এমন অব্যবস্থায় গায়ক নিজেও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। এদিকে প্রাক স্টেজ থেকে নেমে যেতেই আরও উত্তপ্ত হয় পরিস্থিতি। ভিড়ের মধ্যে শুরু হয় মারপিট, গালাগালি, চেয়ার-ভাঙা। পাশাপাশি প্যান্ডেলে ভাঙচুর করে উত্তেজিত জনতা।

শীর্ষ আদালতে হুইস্কির বোতল হাতে আইনজীবী, কারণটা আসলে কী?

প্রতিবেদন : শীর্ষ আদালতে বিচার চলাকালীন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের সামনে দুটি মদের বোতল রাখলেন বর্ষীয়ান আইনজীবী মুকুল রোহতগি। শুনানি চলাকালীন এমন বেনজির ঘটনায় রীতিমতো তাজ্জব হয়ে গেলেন বিচারপতিরা। হেসে ফেলেন প্রধান বিচারপতিও। প্রশ্ন করলেন, আপনি সঙ্গে দুটো বোতল এনেছেন? বর্ষীয়ান আইনজীবী জবাব দেন, মামলার স্বার্থেই মদের বোতল দুটি এনেছেন তিনি।

আসলে পার্নড রিকার্ড নামের একটি মদ প্রস্তুতকারক সংস্থা মামলা করেছে অন্য এক মদ প্রস্তুতকারী সংস্থা জে কে এন্টারপ্রাইজের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ট্রেডমার্ক ভেঙে বেআইনিভাবে মদ বিক্রি করছে জে কে এন্টারপ্রাইজ। তাদের সংস্থার একটি পণ্যের নাম নকল করে নিজেদের প্রোডাক্টের নামকরণ করেছে জে কে এন্টারপ্রাইজ। পাশাপাশি বোতলের চেহারাও নকল করা হয়েছে বলে অভিযোগ পার্নড রিকার্ডের। এই বিষয়টিই হাতেনাতে প্রমাণ করতে দুটি সংস্থার দুটি হুইস্কির বোতল তিন বিচারপতির বেঞ্চের সামনে আনা হয়। আর দুই সংস্থার বোতলের আকারের কতটা মিল সেটা বোঝাতেই শুক্রবার বোতল দুটি হাজির করেন আইনজীবী রোহতগি।

উল্লেখ্য, জে কে এন্টারপ্রাইজকে যাতে ওই পণ্য তৈরি করতে দেওয়া না হয় সেই দাবিতে এর আগে মামলা হয়েছিল মধ্যপ্রদেশে হাইকোর্টে। কিন্তু হাইকোর্ট সেই আর্জি খারিজ করার পর সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় সংস্থা। এদিন শুনানির শেষে রোহতগি প্রধান বিচারপতিকে প্রশ্ন করেন, এবার আমি বোতল দুটো নিয়ে যেতে পারি? প্রধান বিচারপতি হেসে সম্মতি দেন।

স্বদেশ আই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে চলছে বার্ষিক অনুষ্ঠান। শুরুতে আয়োজিত হয়েছে কল্পতরু উৎসব। শেষ হবে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন পালনের মধ্যে দিয়ে

বইওয়ালার অনুষ্ঠান

» বছরের শুরুতেই বইওয়ালা প্রকাশনের উদ্যোগে কলেজ স্কোয়্যারের অভিযান বুক ক্যাফেতে আয়োজিত হয় মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। প্রকাশিত হয় ক্ষুদিরাম দাসের দুটি বই, 'নির্বাচিত কবিতা' ও 'বাঙলা সাহিত্যের আদ্য মধ্য', বুলা বিশ্বাসের অণুগল্প সংকলন 'আড়াল প্রিয় চুপকথারা', হৈমন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ 'শূন্যতা ও চন্দ্রবিন্দু', শ্রীমন্ত ভদ্র এবং স্বর্ণালী মণ্ডলের কবিতা সংকলন। বইগুলোর আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন করেন মঞ্জুভাষ মিত্র, সৈয়দ তানভির নাসরিন, সুমন ভট্টাচার্য, সৈয়দ হাসমত জালাল। উপস্থিত ছিলেন পিনাকী রায়, সাতকর্ণী ঘোষ, দুর্গাদাস মিদ্যা, শিশির দাশগুপ্ত, চন্দ্রিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভায়ন চক্রবর্তী, নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য, সুকন্যা রায়, সোনালী ঘোষ-সহ অনেকে। সকলেই বইগুলোর গুণগত মান এবং মুদ্রণের প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ এবং আবৃত্তি পরিবেশিত হয়।

হিতেন নাগ স্মৃতি সাহিত্য উৎসব

» সংস্কৃতির শহর দিনহাটা। সেই সংস্কৃতির আঙিনায় ৯-১০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হল দ্বিতীয় বর্ষ হিতেন নাগ স্মৃতি সাহিত্য উৎসব। দিনহাটার কৃতী সন্তান হিতেন নাগ ছিলেন প্রথিতযশা সাহিত্যিক। উৎসবকে ঘিরে সাহিত্যপ্রেমীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। উদ্বোধন করেন কথাসাহিত্যিক অমর মিত্র। জীবনকৃতী সম্মাননা প্রদান করা হয় সাহিত্যিক বিপুল দাসকে। উৎসবে যোগদান করেন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গার কবি-সাহিত্যিকরা। প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় বর্ষ সাহিত্য সমৃদ্ধ স্মরণিকা 'সংশপ্তক'। উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বিদ্যালয় স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'বাংলা অলিম্পিয়াড'। সাহিত্যিক-সম্পাদক রমাপদ পাহাড়ির সুদক্ষ পরিচালনায় এই 'বাংলা অলিম্পিয়াড'-এ দিনহাটার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রায় ৫০ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়। অডিও ভিস্যুয়াল মাধ্যমে বাংলা ভাষা, শব্দের খেলায় মুগ্ধ হন সকল দর্শক। আয়োজিত হয় আলোচনাসভা। হিতেন নাগ স্মৃতি স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন সাহিত্যিক কল্লোল লাহিড়ী। বিষয় ছিল 'সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে গল্প বলা'। তিনি পুরোনো ক্লাসিক বাংলা সিনেমার ক্লিপিংস দেখিয়ে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। মুগ্ধ হন দর্শক-শ্রোতারা। এই উৎসব দিনহাটার সাহিত্য-সংস্কৃতির মুকুটে এক উজ্জ্বল পালক যুক্ত করেছে।

মিলন উৎসব

» কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা-ভাবনার সমন্বয়ে উত্তর চব্বিশ পরগনার বাণীপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন ভারতের প্রথম বুনিয়াদি বিদ্যালয়, যা বর্তমানে গভঃ বেসিক কাম মাল্টিপারপাস স্কুল, বাণীপুর নামে পরিচিত। ২০২৩ সালে উদযাপিত হল এই স্কুলের ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। বিগত এক বছর ধরে নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই বছরটি পালন করা হয়েছে। ১৮-২০ ডিসেম্বর তিনদিন অনুষ্ঠিত হয় বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মিলন উৎসব। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সাফল্য অর্জন করে শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী, সর্বোপরি প্রাক্তনীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়।

প্লাটিনাম জুবিলি উৎসবের সূচনা

» ২ জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি থানার কৈখালি অক্ষয়কুমার হাইস্কুল (উঃ মাঃ)-এর প্লাটিনাম জুবিলি উৎসবের সূচনা হল। তিন দিনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার। উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা, সৌরভ গুপ্ত, সুপ্রিয় হালদার প্রমুখ। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও স্থানীয় অঞ্চল প্রধান গোবিন্দ মণ্ডলের ব্যবস্থাপনায় ও তৎপরতায় এক পরিচ্ছন্ন ও ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। নানাবিধ অনুষ্ঠানের মধ্যে পরম প্রাপ্তি হল প্রাক্তন শিক্ষকদের সম্মাননা প্রদান, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের বরণ ও তাঁদের স্মৃতি রোমন্থন-পর্ব। এই পর্বে উপস্থিত ছিলেন বাসন্তী মণ্ডল, স্বপন হালদার, আশিস পাইক, সুজিত হালদার, তপন মণ্ডল প্রমুখ। একদা মাটির দেওয়াল, খড়ের চালের জুনিয়র হাইস্কুলের ধাপে ধাপে হাইস্কুল ও উচ্চ মাধ্যমিক হাইস্কুল হয়ে ওঠার ইতিহাস জানা গেল।

হীরক জয়ন্তী বর্ষ পালিত

» সম্প্রতি উত্তর কলকাতার অন্যতম স্কুল উল্টাডাঙা গভঃ স্পনসর্ড হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ফর গার্লসের হীরক জয়ন্তী বর্ষ পালিত হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাট্যকার সৌমিত্র বসু, ড. পার্থ কর্মকার, কার্তিক মান্না ও স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মধুশ্রী দাস-সহ অনেকেই। স্কুলটিতে প্রি-প্রাইমারি থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ানো হয়।

স্বাস্থ্য শিবির কর্মসূচি

» ৪ জানুয়ারি সুরেন্দ্রনাথ কলেজের শারীরবিদ্যা বিভাগ কলেজে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেছিল। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী 'ছাত্র সপ্তাহ' পালন উপলক্ষে কলেজের আইকিউএসি এবং হেলথ অ্যান্ড হাইজিন সাব কমিটির সহযোগিতায় শারীরবিদ্যা বিভাগ এই কর্মসূচির আয়োজন করে। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষাকর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। শিবিরের শুরুতেই বক্তব্য রাখেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. ইন্দ্রনীল কর। স্বাস্থ্য পরীক্ষার মধ্যে ছিল রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা, রক্তে শর্করা পরীক্ষা, রক্তচাপ পরীক্ষা, দৈহিক উচ্চতা, ওজন, বডি মাস ইনডেক্স, বডি ফ্যাট পার্সেন্টেজ ইত্যাদি।

অন্তরঙ্গ নাট্যোৎসব

» ২৪-২৫ ডিসেম্বর কেষ্টপুর প্রফুল্ল কানন সংলগ্ন সুকান্ত পার্কের বেলাভূমিতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল নহলী আয়োজিত নবম অন্তরঙ্গ নাট্যোৎসব। ২০০৫ সালে পথ চলা শুরু করেছিল এই নাট্যদল। দেখতে দেখতে ১৮ বছর অতিক্রান্ত। দুদিনে মঞ্চস্থ হয়েছে মোট ৬টি নাটক। নাট্যোৎসবের শুভ সূচনা করেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব সৌমিত্র বসু। এদিন মঞ্চস্থ হয় তিনটি নাটক। কৃতি মজুমদারের নির্দেশনায় কথক পারফর্মিং রেপার্টয়্যারের নাটক 'মুক্তির জন্য', সৌমিত্র বসুর নির্দেশনায় বালিগঞ্জ অন্তর্মুখ-এর 'ভিতর বাহিরে' এবং সেঁজুতি বাগচীর নির্দেশনায় উহিণী কলকাতার 'ঢঙ'। দ্বিতীয় দিনও মঞ্চস্থ হয় তিনটি নাটক। নিরাপদ মণ্ডলের নির্দেশনায় সত্যনারায়ণ পুতুল নাট্য সংস্থার, পুতুল নাটক 'অরণ্য রোদন', শৈবাল দাসের নির্দেশনায় নহলীর 'কাক-কথা' এবং অতনু সরকারের নির্দেশনায় থিয়েলাইট-এর 'অ-মৃতার সন্ধানে'।

মাঠে ময়দানে

8 January, 2024 • Monday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মেসিকে ব্যালন জেতাতে তদ্বির করেছিল পিএসজি। চলছে তদন্ত

ব্যর্থ শ্রেয়সকে আড়াল সানির

মুম্বই, ৭ জানুয়ারি : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দু'টেস্টে মাত্র ৪১ রান! শ্রেয়স আইয়ারের টেস্ট কেরিয়ার নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যদিও কঠিন সময়ে শ্রয়সের পাশে দাঁড়িয়েছেন সুনীল গাভাসকর। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের বক্তব্য, ''শ্রেয়স-ই একমাত্র ভারতীয় ব্যাটার নয় যে টেস্টে ব্যর্থ হয়েছে। সেঞ্চুরিয়ন বা কেপটাউন, কোনও টেস্টের পিচই ব্যাটিংয়ের জন্য আদর্শ ছিল না। বিরাট কোহলি ও কে এল রাহুল ছাড়া বাকি ভারতীয় ব্যাটাররাও কিন্তু রান পায়নি। তাই একা শ্রেয়সকে কাঠগোড়ায় দাঁড় করানো ভুল হবে।'' সানি আরও বলেছেন, ''ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, নির্বাচকদের উচিত শ্রেয়সের উপর ভরসা রাখা। ওকে টেস্টে আরও সুযোগ দেওয়া। ওর প্রতিভা বা দক্ষতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। যত বেশি টেস্ট খেলবে, ততই নিজের ভুল শুধরে নেবে।'' তবে গাভাসকর যতই আড়াল করার চেষ্টা করুন না কেন, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজে শ্রেয়সের জায়গা রীতিমতো টলোমলো। বিশেষ করে, রঞ্জিতে ব্যাট হাতে রানের ফোয়ারা ছোটাচ্ছেন অভিজ্ঞ মিডল অর্ডার ব্যাটার চেতেশ্বর পূজারা। যা শ্রেয়কে চাপে রাখছে।

হাসপাতালে অরুণ

■ **প্রতিবেদন :** ফুটবল অলিম্পিয়ান অরুণ ঘোষ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। ১৯৬২ সালে জাকার্তা এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য কিংবদন্তি এই ডিফেন্ডার। গার্ডেনরিচের রেল হাসপাতালে ভর্তি আছেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। ১৯৬০-এর রোম অলিম্পিকেও রহিমের কোচিংয়ে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন অরুণ। ১৯৬৪ সালে এএফসি এশিয়ান কাপ, মারডেকা কাপেও ভারতের হয়ে খেলেন তিনি। কলকাতা ময়দানে দুই প্রধানের হয়ে দাপিয়ে খেলেছেন দাপুটে ডিফেন্ডার। খেলতেন মিডফিল্ডেও।

ভুবনেশ্বরে ইস্টবেঙ্গল প্রস্তুতি আনোয়ারের

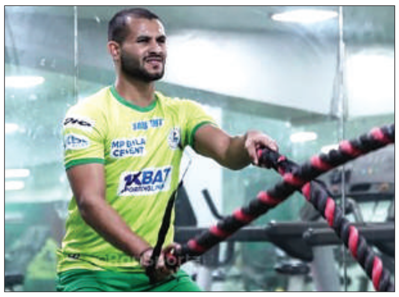

মোহনবাগানের জিমে আনোয়ার। দলের সঙ্গেই গেলেন সিভেরিও। (ডানদিকে)

প্রতিবেদন : কলিঙ্গ সুপার কাপে অংশ নিতে রবিবার বিকেলে ভুবনেশ্বর পৌঁছে গেল ইস্টবেঙ্গল। ময়দানের অপর প্রধান মোহনবাগান সোমবার সকালে শহরে অনুশীলন করে ভুবনেশ্বর রওনা হবে। দু'টি দলই রয়েছে গ্রুপ 'এ'-তে। মঙ্গলবার ৯ জানুয়ারি কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে দুই প্রধানের প্রথম ম্যাচ টুর্নামেন্টে। দুপুরে লাল-হলুদের প্রতিপক্ষ হায়দরাবাদ এফসি। অন্যদিকে, সন্ধ্যায় মোহনবাগান খেলবে আই লিগের দল শ্রীনিধি ডেকান এফসি-র বিরুদ্ধে।

শনিবার বিমান বিভ্রাটের কারণে ঠিক সময়ে কলকাতায় পৌঁছে ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনে যোগ দিতে পারেননি কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত-সহ তিন বিদেশি ফুটবলার সাউল ক্রেসপো, পারদো ও জেভিয়ার সিভেরিও। রবিবার সকালে তাঁরা দলের সঙ্গে যোগ দেন। অনুশীলনেও ছিলেন। গোটা দল একসঙ্গেই ভুবনেশ্বর রওনা হয়। সূত্রের খবর, লা লিগায় খেলা নতুন এক বিদেশি স্ট্রাইকার কাম উইঙ্গারকে সই করানোর ব্যাপারে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে সিভেরিওকে। সুপার কাপে তাঁকে রেজিস্ট্রেশন করানো না হলেও দলের সঙ্গে গিয়েছেন।

মোহনবাগান ভুবনেশ্বর রওনা হওয়ার আগের দিন রবিবারও চুটিয়ে প্রস্তুতি সারে নিজেদের মাঠে। অবশেষে এদিন দলের সঙ্গে যোগ দেন আনোয়ার আলি। মোহনবাগান মাঠে এসে রিহ্যাব করেন। ম্যাচ ফিট হতে আরও কিছুটা সময় লাগবে আনোয়ারের। এশিয়ান কাপের জন্য জাতীয় দলে রয়েছেন মোহনবাগানের সাতজন ফুটবলার। লিস্টন কোলাসো, মনবীর সিং, অনিরুদ্ধ থাপাদের অনুপস্থিতিতে ছয় বিদেশির উপর বড় ভরসা রাখছে দল। কারণ, সুপার কাপে একসঙ্গে ছয় বিদেশি খেলানো যাবে। দলে ভারতীয়দের মধ্যে সিনিয়র বলতে আশিস রাই ও কিয়ান নাসিরি। তাই রিজার্ভ টিমের বেশ কয়েকজনকে সুপার কাপের স্কোয়াডে রাখা হচ্ছে। নতুন হেড কোচ অ্যান্তোনিও লোপেজ হাবাসের সঙ্গে কথা বলেই সোমবার চূড়ান্ত স্কোয়াড বেছে নেবেন সহকারী কোচ ক্লিফোর্ড মিরান্ডা। প্রথম ম্যাচে তিনিই বসবেন মোহনবাগানের ডাগ আউটে।

যুব লিগে ছুটছে মোহনবাগান

প্রতিবেদন : ফেডারেশনের অনূর্ধ্ব ১৭ যুব লিগে দাপট মোহনবাগানের। লিগে প্রথম পর্বের ডার্বিতে হারের পর মঙ্গলবার ফিরতি বড় ম্যাচের আগে জয়ের ছন্দেই রয়েছে সবুজ-মেরুনের ছোটরা। রবিবার নিজেদের মাঠে স্পোর্টস ওড়িশাকে ২-০ গোলে হারাল মোহনবাগানের যুব দল। দলের হয়ে গোল করে সুরজ সোরেন এবং দেব মাল। এদিনের ম্যাচ জিতে ৬ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট মোহনবাগানের। সমসংখ্যক পয়েন্ট নিয়ে একই জায়গায় ইস্টবেঙ্গল। তবে মুখোমুখি সাক্ষাতে এগিয়ে থাকায় শীর্ষে লাল-হলুদ। মঙ্গলবার ফিরতি ডার্বি জিতলে গ্রুপ শীর্ষে পৌঁছে যাবে মোহনবাগান।

ছয় ম্যাচের মধ্যে পাঁচটি জয়। তার উপর ডার্বি হার বাদ দিলে বাকি পাঁচ ম্যাচে ক্লিন-শিট রেখেছে মোহনবাগান। কোচ বাস্তব রায়ের চিন্তা গোল মিস নিয়ে। বললেন, ''আমরা গোল করছি, গোল হজম করছি না, এটা ঠিক। কিন্তু প্রচুর গোলের সুযোগ নষ্ট করছি। এটাই চিন্তা।''

রিকির সেঞ্চুরিতে রঞ্জিতে চাপে বাংলা

অন্ধ্রকে টানছেন রিকি।

প্রতিবেদন : অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফি অভিযান শুরু করেছে বাংলা। ম্যাচের প্রথম দু'দিন এগিয়ে ছিল মনোজ তিওয়ারির দল। কিন্তু রবিবার ম্যাচের তৃতীয় দিন পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। যা পরিস্থিতি তাতে প্রথম ইনিংসে লিড পাওয়া নিয়ে রয়েছে সংশয়। বাংলার ৪০৯ রানের জবাবে তৃতীয় দিনের শেষে অন্ধ্রের স্কোর ৬ উইকেটে ৩৩৯। রবিবার সারা দিনে বাংলার বোলাররা তুলতে পেরেছেন মাত্র ৩টি উইকেট। বাংলা এগিয়ে মাত্র ৭০ রানে। দুরন্ত সেঞ্চুরি করে অন্ধ্রকে টানছেন রিকি ভুই। সোমবার ম্যাচের শেষ দিন দ্রুত বাকি ৪ উইকেট তুলে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করতে চান মনোজরা।

মন্থর উইকেটে বাংলার বোলাররা ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেননি। আগের দিনের ৩ উইকেটে ১১৯ রান নিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে অন্ধ্র। বাংলা শিবিরে প্রধান চিন্তা ছিল অন্ধ্রের অধিনায়ক হনুমা বিহারীকে নিয়ে। টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা থাকা হনুমাকে আউট করে দলকে স্বস্তি দিয়েছিলেন আকাশ দীপ। মনে হয়েছিল ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ থাকবে বাংলার হাতেই। কিন্তু মনোজদের চিন্তায় ফেলেন রিকি। উল্টোদিক থেকে উইকেট তুললেও রিকিকে আটকাতে ব্যর্থ বাংলার বোলাররা। সেঞ্চুরি করে দিনের শেষে ১০৭ রানে অপরাজিত রয়েছেন রিকি। তাঁর সঙ্গে ব্যাট করছেন শোয়েব মহম্মদ খান (৩১)।

বাংলার বোলাররা পাটা উইকেটে দাগ কাটতে ব্যর্থ। আকাশ ও মহম্মদ কাইফের ঝুলিতে ২টি করে উইকেট। ঈশান পোড়েল ও প্রদীপ্ত প্রামাণিক নেন একটি উইকেট। বাংলার সহকারী কোচ সৌরাশিস লাহিড়ী বলেন, ''সম্পূর্ণ পাটা উইকেট। এই পিচে আমাদের আরও বেশি রান করা উচিত ছিল। তবে সোমবার আমাদের চেষ্টা করতে হবে দ্রুত বাকি চার উইকেট তোলার। আমরা আশাবাদী।''

এশিয়ান কাপ

সাহালকে নিয়ে বাড়ছে সংশয়

সাহাল এখনও ফিট নন।

দোহা, ৭ জানুয়ারি : এশিয়ান কাপে সাহাল আব্দুল সামাদের খেলা নিয়ে সংশয় বাড়ছে। সূত্রের খবর, ভারতীয় দলের সঙ্গে দিন দুয়েক অনুশীলন করলেও এখনও একশো শতাংশ ফিট নন সাহাল। ১৩ জানুয়ারি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ তো বটেই, এশিয়ান কাপে আদৌ তিনি নামতে পারবেন কি না, তা নিয়েই বাড়ছে সংশয়।

দোহায় ভারতীয় শিবিরের খবর, সাহালের বিকল্প হিসেবে রাহুল কেপি ও লালিয়ানজুয়ালা ছাংতেকে তৈরি রাখছেন কোচ ইগর স্টিমাচ। আক্রমণে সুনীল ছেত্রীকে সাহায্য করার জন্য ছাংতের উপর বড় ভরসা রাখছে দল। এশিয়ান গেমসে চিনের বিরুদ্ধে দুরন্ত গোল করেছিলেন রাহুল। তাঁকেও আক্রমণভাগে ঠিকমতো কাজে লাগাতে চান ইগর। টিম ম্যানেজমেন্ট চেষ্টা করছে, সাহালকে অন্তত সিরিয়ার বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে যদি খেলানো যায়। কারণ, ইগরের প্রধান লক্ষ্য ২০২৬ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছনো। মার্চে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে ভারতের। জাতীয় দলের সঙ্গে রেখে সাহালকে ম্যাচ ফিট করে তোলাই লক্ষ্য ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের। এদিকে, সোমবার নিজেদের মধ্যে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে পারে স্টিমাচের ভারত।

তরুণ অ্যাথলিটদের নিয়ে হতাশ মেরি

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : গতবছর এশিয়ান গেমসে ভারতীয় অ্যাথলিটরা রেকর্ড ১০৭টি পদক জিতেছিলেন। তবু দেশের তরুণ অ্যাথলিটদের মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন কিংবদন্তি মেরি কম। ছ'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারতীয় মহিলা বক্সার মনে করেন, দেশের তরুণ অ্যাথলিটদের মধ্যে জয়ের খিদে কম। তরুণ খেলোয়াড়দের মানসিকতায় তিনি হতাশ। নিজে খেলা চালিয়ে যেতে আরও একবার পেশাদার বক্সিংয়ে নামার ইঙ্গিত দিয়েছেন মেরি।

তরুণদের সমালোচনা করে নিজের উদাহরণ টেনেছেন মণিপুরী বক্সার। মেরি বলেছেন, ''আমাকে দেখুন। ৪১ বছর বয়সেও আমি দারুণ ফিট। আরও অনেক লড়াই জিততে মুখিয়ে আছি। আরও সাফল্য চাই। এখনও পদক জয়ের খিদে রয়েছে আমার মধ্যে। অথচ তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সেই খিদেটাই দেখতে পাই না। ওরা একটা পদক জিতেই সন্তুষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এটাই পার্থক্য। ওদেরও উচিত আমার মতো সাফল্যের খিদে ধরে রাখা। চেষ্টা করলে ওরাও দেশকে আরও পদক দিতে পারে।'' মেরির মতে, যাঁরা আন্তজাতিক পর্যায়ে সাফল্য পাচ্ছেন তাঁদের উচিত আরও উন্নতি করা। যত দিন সম্ভব দেশের জন্য পদক জেতার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত।

পেশাদার বক্সিংয়ে নামার ইঙ্গিত দিয়ে মেরি বলেছেন, ''আমার ৪১ বছর হয়ে গিয়েছে। আন্তজাতিক ইভেন্টে আর নামতে পারব না। কিন্তু পেশাদার বক্সিংয়ে লড়তে পারব। আরও দু'তিন বছর খেলতে চাই আমি।''

দক্ষিণ আফ্রিকা টি-২০ লিগে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কেপটাউনের অধিনায়ক হলেন কায়রন পোলার্ড

সেরা রাইবাকিনা

■ **ব্রিসবেন :** ব্রিসবেন ইন্টারন্যাশনাল টেনিসে মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জিতলেন এলিনা রাইবাকিনা। রবিবার আয়োজিত একপেশে ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বী এরিনা সাবালেঙ্কাকে তিনি ৬-০, ৬-৩ স্ট্রেট সেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হন। রাইবাকিনার আগ্রাসী টেনিসের সামনে কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেননি গতবারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেতাবজয়ী সাবালেঙ্কা। এদিকে, রবিবারই টানা দ্বিতীয়বার অকল্যান্ড ক্লাসিক খেতাব জিতলেন কোকো গফ। গতবারের চ্যাম্পিয়ন গফ ফাইনালে তিন সেটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর হারিয়েছেন এলিনা সোভিতলিনাকে। ম্যাচের ফল ৬-৭(৪/৭), ৬-৩, ৬-৩, গফের পক্ষে। প্রথম সেট টাইব্রেকারে হেরে গেলেও, পরের দুই সেটে গফ দুরন্ত টেনিস খেলেছেন।

পূজারা ২৪৩

■ **রাজকোট :** ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজে ভারতীয় দলে ঢোকার দাবিটা আরও জোরালো করলেন চেতেশ্বর পূজারা। রঞ্জিতে ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে গতকালই সেঞ্চুরি করেছিলেন। রবিবার করলেন ডাবল সেঞ্চুরি। শেষ পর্যন্ত পূজারা ২৪৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। তাঁর ৩৫৬ বলের ম্যারাথন ইনিংসে ছিল ৩০টি বাউন্ডারি। প্রথম ইনিংসে ঝাড়খণ্ড ১৪৩ রানে অল আউট হয়েছিল। পূজারার ডাবল সেঞ্চুরির সৌজন্যে সৌরাষ্ট্র ৪ উইকেটে ৫৭৮ রান তুলে নিজেদের ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দেয়। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে দ্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেটে ১৪০ রান তুলেছে ঝাড়খণ্ড। পূজারার পাশাপাশি সৌরাষ্ট্রের হয়ে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন প্রেরক মানকড়। তিনি ১০৪ রানে নট আউট থাকেন।

রিজওয়ানের কীর্তি

■ **সিডনি :** অস্ট্রেলিয়ার কাছে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পরেই বিতর্কে জড়ালেন পাকিস্তানের মহম্মদ রিজওয়ান। সিডনি টেস্ট শেষ হওয়ার পর গ্লেন ম্যাকগ্রার পরিবারের মহিলা সদস্যদের সঙ্গে বাকি পাক ক্রিকেটাররা করমর্দন করলেও, রিজওয়ান তা এড়িয়ে যান! ম্যাকগ্রা ফাউন্ডেশন স্তন ক্যানসার নিয়ে কাজ করে। মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্তন ক্যানসারে আক্রান্তদের চিকিৎসায় সাহায্য করে প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় পেসারের তৈরি এই সংস্থা। অস্ট্রেলিয়াতে আয়োজিত টেস্ট ম্যাচের কোনও একটি দিন গোলাপি টুপি পরে খেলেন দু'দলের ক্রিকেটাররা। তেমনই সিডনি টেস্টের তৃতীয় দিনটি বেছে নেওয়া হয়েছিল। মাঠে নামার সময় দু'দলের ক্রিকেটারদের স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন ম্যাকগ্রার পরিবারের মহিলারা। সেই সময়ই এই ঘটনা ঘটে। তাঁদের সঙ্গে বাকিরা হাত মেলালেও রিজওয়ান হাতজোড় করে নমস্কার করেন।

ছিটকে গেলেন নাদাল

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন

মেলবোর্ন, ৭ জানুয়ারি : আশঙ্কাই সত্যি হল! চোটের জন্য অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিলেন রাফায়েল নাদাল। রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ২২টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী স্প্যানিশ তারকা নিজেই এই খবর জানিয়েছেন।

চোট সারিয়ে দীর্ঘ ৩৪৯ দিন পর প্রতিযোগিতামূলক টেনিসে ফিরেছিলেন নাদাল। স্বপ্ন দেখেছিলেন মরশুমের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামের আসরে খেলার। তারই প্রস্তুতি হিসাবে ব্রিসবেন ইন্টারন্যাশনাল টেনিস টুর্নামেন্টে একটি ডাবলস এবং তিনটে সিঙ্গলস ম্যাচও খেলেছিলেন। কিন্তু শেষ সিঙ্গলস ম্যাচ খেলার সময় ফের চোট পান। এর পরেই নাদালের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেলা নিয়ে সংশয় দেখা গিয়েছিল।

রবিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে নাদাল লিখেছেন, ''ব্রিসবেনে শেষ ম্যাচ খেলার সময় পেশিতে সামান্য চোট লেগেছিল। তাই মেলবোর্নে পৌঁছেই এমআরআই করিয়েছিলাম। রিপোর্টে ধরা পড়েছে পেশি সামান্য ছিঁড়েছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, চোটটা পুরনো জায়গায় লাগেনি। কিন্তু এই চোট নিয়ে আমার পক্ষে কোনও সর্বোচ্চস্তরের টুর্নামেন্টে পাঁচ সেট খেলা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই স্পেনে ফিরে যাচ্ছি। দেশে ফিরে চিকিৎসকদের পরামর্শ নেব। আমার বিশ্রামের প্রয়োজন।''

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন খেলতে না পেরে তিনি যে হতাশ, তা গোপন করেননি নাদাল। তিনি আরও লিখেছেন, ''অনেকদিন পর কোর্টে ফিরে নিজের খেলা উপভোগ করছিলাম। মেলবোর্নের দর্শকদের মিস করব। তবে হতাশ হলেও অস্ট্রেলিয়ায় যে ক'টা ম্যাচ খেলতে পেরেছি, তাতে আমি খুশি। আশা করি, পুরোপুরি সুস্থ হয়ে দ্রুত কোর্টে ফিরব।''

নতুন মরশুমের প্রস্তুতি মেসির

মায়ামি, ৭ জানুয়ারি : লম্বা ছুটি কাটিয়ে ইন্টার মায়ামির প্রি-সিজন ক্যাম্পে লিওনেল মেসি। ফেলে আসা বছরে মেজর লিগ সকারের প্লে-অফ খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছিল ইন্টার মায়ামি। তাই মেসির মরশুম কিছুটা আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। পরিবারের সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছুটি কাটিয়ে শেষদিকে রোজারিও বাড়িতে ফিরেছিলেন আর্জেন্টাইন তারকা। সেখান থেকেই শনিবার রাতে সপরিবারে ফিরেছেন মায়ামিতে।

গত ২১ নভেম্বর শেষবার মাঠে নেমেছিলেন। সেটা ছিল জাতীয় দলের জার্সিতে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে ব্রাজিল ম্যাচে। নতুন বছরে মেসি প্রথম মাঠে নামবেন ১৯ জানুয়ারি। সেদিন এল সালভাদোরের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ইন্টার মায়ামি। এছাড়াও মেসির ক্লাব প্রি-সিজন ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবে এফসি ডালাস, ক্রিশ্চিয়ানোর রোনাল্ডোর ক্লাব আল নাসের, আরেক সৌদি ক্লাব আল হিলাল, জাপানের ক্লাব ভিসেল কোবে এবং মেসির শৈশবের ক্লাব নিউয়েলস ওল্ড বয়েজের বিরুদ্ধে। ট্রেনিংয়ের প্রথম দিনটা মেসি কাটিয়েছেন মূলত ক্লাবের জিমে। সেখানে ট্রেনারের তত্ত্বাবধানে বেশ কিছুক্ষণ ঘাম ঝরান তিনি।

কোপা দেল রে-র শেষ ষোলোয় রিয়াল

মাদ্রিদ, ৭ জানুয়ারি : চলতি মরশুমে রিয়াল মাদ্রিদের জয়ের ছন্দ অব্যাহত। লা লিগায় টানা তিন ম্যাচ জেতার পর, কোপা দেল রে টুর্নামেন্টের শেষ ষোলোয় কার্লো আনচেলোত্তির দল।

রিয়ালের প্রতিপক্ষ ছিল স্প্যানিশ তৃতীয় ডিভিশনের দল আরানদিনা। ধারে ওভারে পিছিয়ে থাকা বিপক্ষের বিরুদ্ধে তারকা ফুটবলারদের বেঞ্চে রেখেই দল সাজিয়েছিলেন আনচেলোত্তি। তবুও ৩-১ গোলে জয় পেতে কোনও সমস্যা হয়নি। প্রথমার্ধের খেলা গোলশূন্যভাবে শেষ হওয়ার পর, ৫৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে রিয়ালকে এগিয়ে দেন জোসেলু। এক মিনিটের মধ্যেই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ব্রাহিম দিয়াজ। ৯১ মিনিটে ৩-০ করেন রডরিগো। ৯৩ মিনিটে নাচোর আত্মঘাতী গোলে হারের ব্যবধান কমায় আরানদিনা।

এফএ কাপে জিতল চেলসি-নিউক্যাসল

■ জোসেলুর গোল, উচ্ছ্বাস রিয়াল ফুটবলারদের

এদিকে, ইংল্যান্ডে এফএ কাপের চতুর্থ রাউন্ডে উঠেছে চেলসি, নিউক্যাসল ইউনাইটেড এবং অ্যাস্টন ভিলা। ঘরের মাঠে চেলসি ৪-০ গোলে হারিয়েছে দ্বিতীয় ডিভিশনের দল প্রিস্টন নর্থ এন্ডকে। ৫৮ মিনিটে চেলসির প্রথম গোলটি করেন আরমান্দো বোরহা। এরপর একে একে বাকি গোলগুলি করেন যথাক্রমে থিয়াগো সিলভা, রহিম স্টার্লিং এবং এনজো ফার্নান্ডেজ।

অন্যদিকে, আলেকজান্ডার ইসাকের জোড়া গোলে সান্ডারল্যান্ডকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে নিউক্যাসল। অন্য গোলটি ছিল আত্মঘাতী। অ্যাস্টন ভিলা ১-০ গোলে হারিয়েছে মিডলসবার্গকে। ভিলার হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন ম্যাটি ক্যাশ।

কোচিংয়ে আসার ভাবনা ওয়ার্নারের

সিডনি, ৭ জানুয়ারি : সিডনিতে ঘরের মাঠে জীবনের শেষ টেস্ট খেলেই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানিয়ে দিলেন ডেভিড ওয়ার্নার। আগামী দিনে কোচিংয়ে আসতে চান অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং কিংবদন্তি। একই সঙ্গে ওয়ার্নার জানালেন, ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়রা একসঙ্গে খেলার কারণে আগামী এক দশকের মধ্যে ক্রিকেট থেকে স্লেজিং হারিয়ে যাবে।

'ফক্স ক্রিকেট'-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ৩৭ বছর বয়সি ওয়ার্নার বলেছেন, ''আগামী দিনে ভাল কোচ হওয়ার স্বপ্ন দেখি। আগে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে হবে, ও আমাকে পরিবার ছেড়ে বাইরে দীর্ঘ ভ্রমণের অনুমতি দেবে কি না, সেটা জানতে হবে।''

কেরিয়ারের শুরুর দিকে বিপক্ষকে স্লেজিংয়ের মাধ্যমে চাপে রাখার প্রসঙ্গ তুলে অস্ট্রেলীয় তারকা ব্যাটার বলেন, ''আগে আমি মাঠে নেমে বিপক্ষ বোলার, ব্যাটারদের ছন্দ নষ্ট করার চেষ্টা করতাম। সেই স্তরের স্লেজিং বা আগ্রাসন ক্রিকেটে আর দেখা যাবে না বলেই মনে করি। আগামী পাঁচ বা দশ বছরের মধ্যে যদি আমি কোচিংয়ে আসি তাহলে পরিস্থিতি আরও বদলে যাবে। এটা হবে টি-২০ ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের জন্যই।''

ওয়ার্নারকে নিয়ে চারদিকে বিদায়ের সুর। এর মধ্যেই অস্ট্রেলীয় তারকা মনে করিয়ে দিয়েছেন, এখনও সব কিছু শেষ হয়নি। বাকি আছে আরও একটি অধ্যায়। টেস্ট ও ওয়ান ডে থেকে অবসর নিলেও খেলবেন টি-২০ ফরম্যাটে। সামনে টি-২০ বিশ্বকাপ। রবিবার ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লিখেছেন, ''দু'টি অধ্যায় শেষ হয়েছে, একটি এখনও বাকি। সবাইকে শুধু ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি প্রত্যেককে ভালবাসি। সবার কাছে কৃতজ্ঞ।''

মাঠে ময়দানে
8 January, 2024 • Monday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কেপটাউনে ছুটির মেজাজে কে এল রাহুল ও শার্দূল ঠাকুর

রোহিত-বিরাটকে রেখেই টি-২০ দল ঘোষণা বোর্ডের

মুম্বই, ৭ জানুয়ারি : যাবতীয় সংশয়ের অবসান। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন টি-২০ সিরিজ খেলবেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। রোহিতই অধিনায়ক। তবে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে জসপ্রীত বুমরা, রবীন্দ্র জাদেজা ও শ্রেয়স আইয়ারকে। চোটের কারণে দলে নেই হার্দিক পান্ডিয়া এবং সূর্যকুমার যাদব।

২০২২ সালের ১০ নভেম্বর। টি-২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওই ম্যাচে দেশের জার্সিতে শেষবার কোনও টি-২০ ম্যাচ খেলেছিলেন রোহিত ও বিরাট। অর্থাৎ ১৪ মাস পর ফের টিম ইন্ডিয়ার হয়ে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ততম সংস্করণে ফিরলেন দু'জন। আহত হার্দিকের বদলে দলে নেওয়া হয়েছে অলরাউন্ডার শিবম দুবেকে। ফর্মে থাকা রিঙ্কু সিংও ডাক পেয়েছে। উইকেটকিপারের দায়িত্ব সামলাবেন সঞ্জু স্যামসন ও জিতেশ শর্মা। স্পিনার কুলদীপ সিং, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর ও রবি বিষ্ণোই। পেস বোলিংয়ে মুকেশ কুমারের সঙ্গী আবেশ খান ও অর্শদীপ সিং।

রবিবারই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, ''রোহিত ও বিরাট দু'জনেরই টি-২০ বিশ্বকাপ খেলা উচিত। অবশ্যই রোহিত দলকে নেতৃত্ব দেবে। বিরাটও বিশ্বকাপে ব্যাট হাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।'' কিন্তু দীর্ঘ ১৪ মাস দেশের হয়ে কোনও টি-২০ ম্যাচ খেলেননি বিরাট। সৌরভ যদিও বলছেন, ''তাতে কিছুই এসে যায় না। বিরাট অসাধারণ ক্রিকেটার।'' এদিকে, ভারতের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ খেলতে রবিবারই এদেশে পৌঁছে গিয়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট দল।

ঘোষিত দল : রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), শুভমন গিল, যশস্বী জয়সওয়াল, বিরাট কোহলি, তিলক ভার্মা, রিঙ্কু সিং, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), জিতেশ শর্মা (উইকেটকিপার), শিবম দুবে, ওয়াশিংটন সুন্দর, অক্ষর প্যাটেল, রবি বিষ্ণোই, কুলদীপ সিং, অর্শদীপ সিং, আবেশ খান ও মুকেশ কুমার।

মরুদেশে মহড়া সেরে আসবেন স্টোকসরা

লন্ডন, ৭ জানুয়ারি : ২০১৩ সালে ভারত থেকে শেষবার টেস্ট সিরিজ জিতে ফিরেছিল ইংল্যান্ড। এরপর গত দু'টি সফরেই এখান থেকে হেরে ফিরেছে তারা। গত দু'বছরে লাল বলের ক্রিকেটে যে আগ্রাসী ক্রিকেট খেলছে ব্রেন্ডন ম্যাকালামের প্রশিক্ষণাধীন ইংল্যান্ড, সেই 'বাজবল' মডেলেই ভরসা রেখে বিরাট কোহলিদের ডেরা থেকে সিরিজ জিতে ফেরার স্বপ্ন দেখছে ইংলিশ ব্রিগেড। তার জন্য যথার্থ প্রস্তুতি নিয়েই ভারতে আসছেন বেন স্টোকসরা। ভারতে পা রাখার আগে আবু ধাবিতে দিন দশেকের বিশেষ শিবির করবে ইংল্যান্ড। মরুদেশ থেকে হায়দরাবাদ উড়ে আসবেন জেমস অ্যান্ডারসনরা। ২৫ জানুয়ারি নিজামের শহরেই সিরিজের প্রথম টেস্ট ম্যাচ শুরু হচ্ছে।

আবু ধাবির শিবিরে ভারতের মতো পরিবেশ, পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে প্রস্তুতি নিতে চাইছে ইংল্যান্ড। সেখানে ঘূর্ণি উইকেটে রবিচন্দ্রন অশ্বিনদের সামলানোর মহড়া সারার পাশাপাশি নিজেদের স্পিন আক্রমণকেও ঝালিয়ে নেবেন স্টোকসরা। ভারতীয় চ্যালেঞ্জ নিয়ে ইতিমধ্যেই ইংল্যান্ডের তারকা ব্যাটার জনি বেয়ারস্টো জানিয়েছেন, আসন্ন সফরে তাঁদের উঁচুমানের স্পিনের সামনে পড়তে হবে। তবে সিমারদেরও ভূমিকা থাকবে। সেইসঙ্গে ব্যাটার ও ফিল্ডারদেরও দায়িত্ব নিতে হবে।

দু'বছর আগে শেষবার ভারতে এসে প্রথম টেস্ট জিতেও পরের তিনটিতে টানা হেরে সিরিজ খুইয়েছিল জো রুটের ইংল্যান্ড। এবারও দলে রয়েছেন অভিজ্ঞ রুট। ভারতের কঠিন বাধা পেরোনোর পরীক্ষায় আত্মবিশ্বাসী ইংলিশ ব্রিগেড। অধিনায়ক স্টোকস অস্ত্রোপচারের পর অনেকটাই ফিট। ইংল্যান্ড শিবিরের আশা, প্রথম টেস্টের আগেই তৈরি হয়ে যাবেন অলরাউন্ডার। তবে স্টোকসের বল করা নিয়ে সংশয় থাকছেই। অন্যদিকে, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে দ্বিতীয় স্থানে থাকা রোহিত শর্মার দলও তৈরি। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে কেপ টাউনের মতো কঠিন উইকেটে জিতে সিরিজ ড্র করে ফিরেছে ভারত। মানসিকভাবে খুব ভাল জায়গায় থেকেই ঘরের মাঠে টাইগার পতৌদি ট্রফি ধরে রাখার লড়াইয়ে নামবে রোহিতবাহিনী।

ব্যাটিং বিপর্যয়ে হার হরমনদের

অস্ট্রেলীয়দের জয়ের মুহূর্ত। রবিবার মুম্বইয়ে।

মুম্বই, ৭ জানুয়ারি : প্রথম ম্যাচে দারুণ জয়ের পর, দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচেই মুখ থুবড়ে পড়লেন হরমনপ্রীত কৌররা। রবিবার ভারতকে ৬ উইকেটে হারিয়ে সিরিজে সমতা ফেরাল অস্ট্রেলিয়া। এদিন প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে মাত্র ১৩০ রান তুলেছিল ভারত। জবাবে ১৯ ওভারে ৪ উইকেটে ১৩৩ রান তুলে ম্যাচ জিতে নিলেন আলিসা হিলিরা।

এদিন শুরু থেকেই ধারাবাহিক ভাবে উইকেট হারিয়েছে ভারত। শেফালি ভার্মা (১), হরমনপ্রীত (৬) ব্যর্থ। শুরুটা ভাল করেও বড় রান পেলেন না স্মৃতি মান্ধানা (২৩), রিচা ঘোষ (২৩), জেমাইমা রডরিগেজরা (১৩)। শেষ দিকে দীপ্তি শর্মা ২৭ বলে ৩০ না করলে, ভারতের রান আরও কম হত। রান তাড়া করতে নেমে বেথ মুনির সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে ৫১ রান তুলে নেন হিলি। মুনি (২০) ও হিলি (২৬) আউট হওয়ার পর বাকি কাজটা সারেন এলিসা পেরি। তিনি ২১ বলে ৩৪ করে নট আউট থাকেন। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে দীপ্তি শর্মা দুটি উইকেট পান। মঙ্গলবার সিরিজের শেষ ম্যাচ।

ভনকে পাল্টা অশ্বিনের

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : চলতি মাসেই ভারত সফরে আসছেন বেন স্টোকসরা। তার আগেই ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ভনের সঙ্গে লেগে গেল রবিচন্দ্রন অশ্বিনের! সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ভন বলেছিলেন, ''সাম্প্রতিক সময়ে ভারত কোনও সাফল্যই পায়নি। আসলে ভারতীয়দের প্রতিভা থাকলেও ওরা কিছুই জিততে পারে না। শেষবার ওরা কী জিতেছিল? ভারত বিশ্বের এমন একটা দল, যারা গত কয়েক বছরে কোনও বড় ইভেন্ট জিততে পারেনি। এমনকী, দেশের মাঠে বিশ্বকাপেও হেরেছে।''

ভনকে একহাত নিয়ে অশ্বিনের বক্তব্য, ''ভনের দাবি, আমরা নাকি কিছুই জিততে পারিনি। এটা ঘটনা, আমরা পরপর দুটো বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে হেরেছি। ২০১৩ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর কোনও আইসিসি ট্রফি জিততে পারিনি। কিন্তু তাই বলে আমাদের কোনও সাফল্য নেই, এটা বলা ভুল। শেষ কয়েক বছরে বিদেশের মাটিতে ভারত সবথেকে ধারাবাহিক দল। সেটা পরিসংখ্যানই প্রমাণ করছে। আমরা বিদেশের মাটিতে বেশ কিছু টেস্ট জিতেছি। যেটা অন্য কোনও দেশ পারেনি। তাই ভনের কথা শুনলে হাসি পায়।''

টেস্ট ক্রিকেটের দুর্দশায় সরব ডি'ভিলিয়ার্স

টাকার জন্য সবাই টি-২০ ক্রিকেটের পিছনে ছুটছে

জোহানেসবার্গ, ৭ জানুয়ারি : ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে মাত্র দুটি টেস্ট দেখে বিরক্ত এবি ডি'ভিলিয়ার্স। তাঁর বিরক্তি আরও বাড়িয়েছে অন্য এক তথ্য। দুই টেস্টের নিউজিল্যান্ড সফরে দ্বিতীয় সারির দল নিয়ে যাচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এসবই বিশ্বজুড়ে টি-২০ ক্রিকেটের কুফল বলে মনে করছেন প্রাক্তন দাপুটে ব্যাটার।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে ডি'ভিলিয়ার্স বলেছেন, আমি একদমই খুশি নই এটা দেখে যে ভারতের সঙ্গে তৃতীয় টেস্ট বলে কিছু ছিল না। এজন্য দুনিয়াজুড়ে চলতে থাকা টি-২০ ক্রিকেটকেই দায়ী করা যায়। জানি না কাকে দোষ দিতে হবে, তবে কোথাও ভুল হচ্ছেই। যদি সেরা টেস্ট দল কারা এটা দেখতে হয়, তাহলে কিছু একটা করতেই হবে। তৃতীয় টেস্ট না থাকায় ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ ১-১ ড্র হয়েছে। এবার নিউজিল্যান্ড সফরেও দক্ষিণ আফ্রিকা যে ১৪ জনের দল নিয়ে যাচ্ছে, তাতে মাত্র দুটি টেস্ট ম্যাচ রয়েছে। এতে একটিও ম্যাচ না খেলা নিল ব্র্যান্ডকে অধিনায়ক বাছা হয়েছে। এই দলে তাঁর মতোই ছ'জন আন্তর্জাতিক ম্যাচ না খেলা ক্রিকেটার রয়েছেন। ডি'ভিলিয়ার্স বলেছেন, এই শকওয়েভ চলছেই! এতে একটা জিনিস পরিষ্কার, টেস্ট ক্রিকেট খুব চাপের মধ্যে রয়েছে। এমনকী একদিনের ক্রিকেটও টি-২০ ক্রিকেটের জন্য চাপে। বোর্ড থেকে ক্রিকেটার, সবাই দেখছে কোথায় বেশি টাকা। ভবিষ্যতের কথা ভাবলে এতে কাউকে দোষও দেওয়া যায় না। কেপ টাউন টেস্ট নিয়ে ডি'ভিলিয়ার্স বলেছেন, তিনি প্রথমদিন উইকেট দেখে লাফিয়ে উঠেছিলেন। তবে প্রথম সেশন কাটিয়ে দিতে পারলে ওখানে খেলা যেত। উইকেট সহজ হয়ে আসত। যাঁরা উইকেট আঁকড়ে পড়ে না থেকে শট খেলেছেন, তাঁরা কিন্তু রান পেয়েছেন। ডি'ভিলিয়ার্স আরও বলেছেন, বেন স্টোকস কেপ টাউনে ডাবল সেঞ্চুরি করেছিল। আমি কয়েকটি সেঞ্চুরি করেছি। এমন উইকেটে ফিল্যান্ডার, বুমরা, সিরাজ, রাবাডাদের বেশি অফ স্টাম্পে বল করতে দিতে নেই। কারণ, দিলেই মুশকিল!